দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

এগুলি যে কবিতা, তা স্বয়ং কবিই লিখে গেছেন : 'গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে।'

'আষাঢ়ে' যখন প্রকাশিত হল, তখন কবির নামের উল্লেখ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এটিরও 'সাধনা' পত্রিকার সমালোচনা করেন এবং কবিতায় কবির সামর্থ্য লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন যে, কবি কাব্যগ্রন্থে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেও 'বাংলা পাঠক-সমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।' হাস্যরসপ্রধান এই গল্পকবিতাগুলির ব্যঙ্গশক্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ মোহিত হয়েছিলেন—বিশেষত, তাঁর টিপ্পনী-সংযোগের সামর্থ্য দেখে। স্বয়ং কবি একে 'অতীব-অসংযত' ভাষার নিদর্শন বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে কিছু-পরিমাণে অনুমোদন করে বলেছিলেন 'শোনাইবার যোগ্য এমন কৌতুকাবহ পদার্থ বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই।' 'ছন্দ এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের আশ্চর্য দখল' দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে 'প্রতিভার স্বকীয়ত্ব', 'ফেনরাশির মতো লঘু ও অগভীর' হাস্যরস যেমন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তেমনি লক্ষ্য করেছিলেন: এই হাসানোর মধ্যে ভাবানো এবং মাতানোর কাজটি কবি সংগোপনে সেরে নিতে সমর্থ হয়েছেন। এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের জিৎ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতায় ঈষৎ বিব্রতবোধ করেও আশা করেছেন : 'তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।'

আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে সজাগ বিচারপ্রবণ মনটি ছিল—তাই তাঁর হাসির মধ্যে বুদ্ধির জগতটি সৃষ্টি করেছে। স্বভাবত তার্কিক দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতার মধ্যেও একটা তর্ক উপস্থিত করেন প্রশ্নের পর প্রশ্নে। এসব সাধারণ মনেরই অসাধারণ প্রশ্ন—আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে বাঙালির মনে এমন তর্ক স্বতই উদিত হয়। তবে কাব্যে তাকে উপজীব্য করা এক দুর্লভ সামর্থ্যের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এর পিছনে বায়রনের ডন জুয়ান বা বারহামের Ingoldsby legends-এর ছায়া দেখেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজি গদ্যের গুণ কাব্যের ভাষায় নিয়ে আসাও তো কম শক্তির পরিচায়ক নয়। এই পরীক্ষার ফলে এক নতুনতর কাব্যভাষার তিনি জন্ম দিয়েছেন এবং রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথ থেকে তা কম স্বতন্ত্র নয়। তাঁর কাব্যভাষা রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে সুরবর্জিত হয়ে উঠল। অথচ তাকে কোনওক্রমেই পদ্য-প্রবন্ধ বলতে পারি না। এটি স্পষ্টতর হয়েছে তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে।

'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে হৃদয়বত্তা, গার্হস্থ্যপ্রীতির বলিষ্ঠ মাধুর্য, পত্নী মায়ার প্রতি তাঁর স্বতস্ফূর্ত প্রেম, তাঁকে হারিয়ে তাঁর হাহাকার, পুত্র-কন্যাদের মমত্বভরা সান্নিধ্য এবং পাশাপাশি সমাজ তাঁকে জন্ম-মৃত্যু-জীবন সম্পর্কে এক নতুনতর বোধে উজ্জীবিত করে। বাস্তববুদ্ধি এবং কল্পনার যেন এখানে দ্বৈতমিলন ঘটে গেছে। কবিতাগুলির যে গদ্যাত্মকতা এসেছে মাঝে-মাঝে তার কারণ এর স্পষ্টতা। দ্বিজেন্দ্রলাল এই স্পষ্টতার স্বপক্ষতা করেছেন সারা জীবন। বলতেন : যে কাব্য আমি নিজে বুঝি না, তা অন্যকে বোঝাবো কেমন করে। অবশ্য এটা স্বীকার করে নিতেই হয় যে, 'আলেখ্য' তাঁর

শেষের দিকের কাব্য বলে তাতে তাঁর উগ্র ব্যক্তিত্ব যেন কিছুটা শিথিল ও স্তিমিত হয়ে এসেছে। অন্য-পক্ষে এখানে তাঁর কাব্যরীতি এবং ছন্দোবৈশিষ্ট্য অনেক পরিণতি লাভ করেছে—জীবনে এসেছে বিশ্বাস।

আমরা ইচ্ছে করেই 'আলেখ্য'-র কথা আগে বলেছি। যেমন বলতে চাইছি 'মন্দ্র'-এর আগে তাঁর 'হাসির গান' এবং 'ত্রিবেণী'র কথা। সবশেষে বলবো 'মন্দ্র'-কে নিয়ে—কারণ সেটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য আমাদের মতে। 'আষাঢ়ে'-র কবিতাগুলিতে ঈশ্বরগুপ্তের ধারায় যে অনুক্রম দেখেছি, 'হাসির গান'-এ তা যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। এগুলিকে গান-এর চেয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা বলেই মনে হতে পারে পাঠকের। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একদা সঠিক বলেছিলেন,

> দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কৌতুকের অন্তরালে স্তরে-স্তরে করুণা, অনুকম্পা, সমবেদনা সাজানো রহিয়াছে। শ্লেষ-বিদ্রূপ যাহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা অভিজ্ঞতা ও পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীনজ্ঞানে শ্লেষবিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন স্বয়ং তাঁহাদের দলে মিশিয়া যাইতেন।

একটা গাঢ় বিশ্বাস এবং অকথিত যন্ত্রণা এইসব ব্যক্তিগত কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। জীবনের পূর্ণতার সন্ধান না পেলে এমনতর গান রচনা করা যায় না। তাই যে-মুহূর্তে স্ত্রী লোকান্তরিত হলেন, যে-মুহূর্তে জীবনে শূন্যতা এল—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান লেখাও বন্ধ হয়ে গেল।

'ত্রিবেণী' তাঁর শেষের দিকে কাব্য—রচনাকাল ১৯১২। দ্বিজেন্দ্রলাল ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কিনা, এ-নিয়ে বড়োসড়ো আলোচনা আগেও হয়েছে এখনও হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কাব্যবিচার না করলেও চলে। জীবন-সম্পর্কে তাঁর যে একটা বিশেষ বোধ বা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রত্যয় কোনো অন্ধ প্রত্যয় ছিল না। আর তারই একটি পূর্ণরূপ 'ত্রিবেণী'-কাব্যে আমরা পাই। এই আত্মপ্রত্যয়ের একটি নমুনা :

> ছিলাম সে দিন শ্লেষস্মিত,
> উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত
> উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তানত,
> জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
> গান গাই নিম্নতর ঠাটে; কম্প্র, ধীর,
> ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রু-গদগদ, গভীর।

স্টাইল, ডিক্সন-এও একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে—সেই পুরনো ব্যঙ্গপ্রবণতা অনুপস্থিত এবং লিরিক ছন্দ-প্রবাহে আপ্লুত।

দ্বিজেন্দ্রলালের সেরা কাব্যগ্রন্থ 'মন্দ্র'-এর একটি অভাবিত সুন্দর আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঐ 'সাধনা' পত্রিকাতেই। সানন্দ অভিনন্দনে তিনি লিখেছিলেন,

'এই গ্রন্থখানিকে আমরা সাহিত্যের আসরে সাদর অভিবাদনের সঙ্গে আহ্বান করিয়া আনিব—ইহাকে আমরা মুহূর্তমাত্র দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিব না। ... কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ... দ্বিজেন্দ্রবাবু বাংলাভাষার একটা নতুন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ... ছন্দ-সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।'

আসলে দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাব্যে আর উপরিচর নন—অতলান্ত রহস্যের চাবিকাঠি তিনি পেয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী এরই মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ডের 'হাইসিরিয়াসনেস' দেখেছেন। 'মন্দ্র'-এর 'গহন-গম্ভীর' ভাবটি তাঁর 'হিমালয়-দর্শনে', 'সমুদ্রের প্রতি', 'তাজমহল'-প্রভৃতি কবিতাতে লক্ষ্য করা যায়। এর নতুন ভাষা ও ভঙ্গির একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হতে ?
কি চাও? কি মনে করে এ বিশ্বজগতে
এই দ্বন্দ্ব এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্তভূমি
মাঝখানে বলি—ওগো কে আবার তুমি ?

—এর উপভোগ্যতা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম, যে-কোনো কারণেই হোক, স্বল্পশিক্ষিত বাঙালিও মনে রেখেছেন। কিন্তু, একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, তাঁর নির্মাণ ও সৃষ্টি দেশবাসীর কাছে ক্রমেই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। অথচ তাঁর বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রয়েছে—পদ্যকে গদ্যের ব্যবহারিক স্তরে নামিয়ে এনে তিনি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আসলে তিনি দেশ ও ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে যা ভেবেছেন অকপটে বলে শত্রুবৃদ্ধি করেছিলেন—আপোষ-মীমাংসা করেননি। উপরন্তু প্রয়োজনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হেনেছেন। তাঁর সেই পৌরুষ অনেকেই সমকালে গ্রহণ করতে পারেননি।

কিন্তু এখন দিন বদল হয়েছে। সেই প্রকৃতিগত পরিবর্তনের উপর ভরসা করে দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ-কিছু ভালো কবিতা আমরা এখানে সংগ্রহ করে এনেছি। একজন খাঁটি স্পষ্টবক্তা বাঙালিকে আমরা সমাদর করতে পেরেছি। এ-কাজে এগিয়ে 'ভারবি' বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের ধন্যবাদভাজন হবেন, এই বিশ্বাস করি।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ — বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

আর্যগাথা ১ (১৮৮২)

হাসির গান (১৯০০)

পাষাণী (১৯০০) । নাটক

রাণাপ্রতাপ সিংহ (১৯০৫) । নাটক

মেবার পতন (১৯০৮) । নাটক

সাজাহান (১৯০৯) । নাটক

চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) । নাটক

পরপারে (১৯১২) । নাটক

সিংহল বিজয় (১৯১৫) । নাটক

অন্যান্য গান :

প্রকৃতি-স্তোত্র

বিমোহিত হই দেবী করি বিশ্ব দরশন।
তোমার মহিমাময় রচনা মনোরঞ্জন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তথায় নিস্পন্দ রাখি
মুগ্ধভাহে শোভাময়ী করি শোভা নিরীক্ষণ।
ঊর্ধ্বে চন্দ্র-রবি-তারা নীল নভস্থলে, (দেবী)
বিপুলা বসুধা পৃথ্বী পড়ি পদতলে ;
সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগ-যুগান্তর
রহে প্রতি ঊর্মিঘায় করি ফেন উগিরণ।
বিমোহিত হই দেবী করি বিশ্ব দরশন।

রবিতপ্ত মরুস্থল ঘোর ভয়ঙ্কর, (দেবী)
নির্জন গহনরাজি, বিরল প্রান্তর,
তুঙ্গ শৈলরাজি তায়, রহে ব্যাপি মেঘপ্রায়
ঈশ্বর চিন্তায় স্তব্ধ তাঁর ধ্যানে নিমগন।
নদনদী বসুধার হৃদয়-রতন (দেবী)
তরুলতা, তৃণ শ্যাম কান্ত উপবন ;
সুন্দর কুসুমরাজি, কোমল সৌন্দর্যে সাজি
পবিত্র নীহার-জলে শোভে হৃদয় মোহন।

গম্ভীর সুন্দরভাবে ভূষিত করিয়ে (দেবী)
রাখিয়াছ সকলি হে ব্রহ্মাণ্ড শোভিয়ে ;
এই সবে নিরখিয়ে, আনন্দে ভরিত হয়ে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় ক্ষুদ্র নর মন।
বিমোহিত হই দেবী করি বিশ্ব দরশন।

আকাশ

হে সুনীল নভঃ অনন্ত অপার!
কতকাল আছ, কতকাল রবে অসীম বিস্তার!

আনে উষা হৃদে নব প্রভাকর,
ফুটায় সন্ধ্যায় কুসুম সুন্দর,
প্রশান্ত হৃদয়ে লয়ে আসে নিশি
নিশীথ রতন বিধু সুকুমার।
হে আকাশ তুমি নীলিমা জলধি,
লহরী সমীর খেলে নিরবধি,
রতন তারকা,—তরণী নীরদ,
দেবতা অপ্সরা নাবিক তাহার।

কতবার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দহীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব ;
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার ;
নিস্পন্দ নয়নে, অই জ্যোতির্ময়ে
নিশীথে রতন-খচিত হৃদয়ে
নিরখি নিরখি স্তব্ধ হয়ে থাকি,
চাহি না হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে আর

দিনমণি

জ্বলন্ত গৌরব! মহান্ সুন্দব!
জীবন্ত বিস্ময়! দেব প্রভাকর!
মৃত্তিকায় বদ্ধ বিস্মিত মানব,
পূজে জানু পাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।
জাগাও প্রত্যহ, কোথা হতে আসি,
ঘুমন্ত জগতে ঢালি কররাশি,
পুনঃ নিদ্রামগ্ন করিয়ে বসুধা
মধুর সন্ধ্যায় কোথা যাও চলি।

কোটি গ্রহ-তারা তোমার আদেশে,
ছুটিছে অশ্রান্ত নীল নভোদেশে,
তুমি দীপ্ত রবি ভ্রমিছ অবাধে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত উজলি অম্বরে।
গৌরবে আসিয়া যাও সগৌরবে
বিষণ্ন তিমিরে ডুবাইয়ে ভবে,
জ্বালি দিয়া নভে নভোদীপরাজি
যাও চলি দেব বিশ্রামের তরে।

মানবের ক্রীড়া কি ছার বিজ্ঞান,
বর্ণিবে তোমার শক্তি সুমহান!
প্রতিদিন আসি যাবে প্রতিদিন
বিমল জ্যোতিতে ভাসায়ে সংসার।
শৈশবে যেমতি আনন্দে-বিস্ময়ে
হেরিতাম, হেরি আজো স্তব্ধ হয়ে,
শেষদিন দেব বিস্মিত নয়নে
হেরিব জ্বলন্ত মাধুর্য তোমার।

একটি নক্ষত্র

নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া
সুদূর অম্বরে।
নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার ;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধার।

মুদিলে কুসুম-সুরভি কাননে,
ফোটে ফুলসম আকাশ-উদ্যানে,
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।

চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপরাশি,
কেবল তারকে বড় ভালোবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে।

চন্দ্র

গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী।
হেসে-হেসে, ভেসে-ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারিধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি-সারি।
হেলে-দুলে, ঢলে-ঢলে,
পড়িছ গগনতলে,
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি।

নীহার

সুন্দর নীহারবিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর মধুর নির্মল।
প্রতি নিশি প্রেমজলে, ভাসাও রে ধরাতলে,
ভিজাও রে পত্রাবলি নব দূর্বাদল।

নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল ;
সদা মানব-রোদন, শুনি কিম্বা তারাগণ,
নর-দুখে সমদুখী ফেলে অশ্রুজল।

কিম্বা তপ্ত রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল ;
কিম্বা বিভু-প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢলঢল।

নক্ষত্র

গভীর নিশীথকালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভঃ শোভিয়া।
তপন নির্বাণ হলে,
ভাস রে গগনতলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদ রে আঁধারে বসি
কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি
সখে বড় ভালোবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নোপরে
বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চোখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া।

সাগর

রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।
আনন্দে কল্লোলি যাও রে মৃদু-গম্ভীরনাদী!
অযুত যোজন ব্যাপি, অযুত বরষ যাপি,
আছ রবে কতকাল বিস্তারি বিপুল হৃদি?
জলজীবপূর্ণ হয়ে, ধর হৃদে রত্নচয়ে,
তোমারে ভীষণ করি রত্নসূ করিল বিধি।
সুনীল গগন সঙ্গে, মিশাও সুনীল অঙ্গে,
উত্তাল লহরীকুলে খেলাও রে নিরবধি।
গম্ভীর প্রশান্তভাবে, চলি যাও কলরবে,
নিরুদ্দেশে অবারিত অবিশ্রান্ত রে বারিধি।
রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।

সাগর—যাও রে কল্লোলি

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার!
স্বাধীন তরঙ্গদলে, তুলিয়ে চলিছ তুমি,
গরজি গম্ভীর সিন্ধু চলি যাও অনিবার।
বিস্তারি স্বাধীন বক্ষ, স্বাধীন চিন্তার সম,
সহ না নরের দর্প তার বীর্য-অহঙ্কার।

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
বাত্যা প্রভঞ্জন সনে, কর ঘোর রণ তুমি,
একা সম প্রতিপক্ষ তুমি ভীম ঝটিকার।
কাল-বাহু বিশ্বজয়ী ভাঙিবে-চুরিবে সবে,
বিজয়ী তোমার কাছে সিন্ধু! পরাজয় তার।
যেমতি সৃষ্টির দিনে কল্লোলিতে হে বারিধি!
কল্লোলিবে শেষদিন—যোগ্য সৃষ্টি বিধাতার।
যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।

প্রভাত

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্বরী অবসান!
গেল কৃষ্ণবাস নিশা, দেখা দিল উষা
লোহিত বসন পরিধান।
হীনভাতি হেরি শশী ভাতিল দিনেশ,
ভুবনে জীবন করি দান।
নিমীলিত নিরখিয়ে তারকা-কুসুমে,
জাগিল ধরায় ফুল-প্রাণ।
নীরব ঝিল্লির রব, তাই কুঞ্জে-কুঞ্জে
বিহগ ধরিল মধুগান।
হাস্যময়ী উষা দিল মুছায়ে ধরার
অশ্রুসিক্ত কোমল বয়ান।
উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্বরী অবসান।

সন্ধ্যা

কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।
অশ্রুসিক্ত মুখ মহী তিমিরে লুকায়ে রে।
দোলে তবু বায়ুভরে, মেঘখণ্ড দোলে ধীরে,
দোলে তার সনে হৃদি মৃদুস্মৃতি বায় রে।
উথলে তটিনী ধীরে, সঙ্গে উথলে অন্তরে,
কেন রে চিন্তার নদী নিরখিয়া তায় রে।
হেরি সবে কেন মনে, স্মরি দূর প্রিয়জনে,
কেন সবে করে চিত্ত উদাসের প্রায় রে।
কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।

তরী প্রবাহিয়ে

তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।
কি সুন্দর নিশি, কে যাবি আয় রে।
ভাসে সুধাকর নীল গগনে রে,
নাচে নদী-হৃদি-মাঝারে—আয় রে।
বহে সমীরণ তুলি লহরী রে,
নাচে মৃদু তরুবল্লরী—আয় রে।
সব সনে নাচে প্রাণ আমার রে,
শান্ত, ধরাতল হেরিয়ে—আয় রে।
তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।

সমীরণ

ধীরে অবিরত তুমি বহ মৃদু সমীরণ ;
অদৃশ্য মানব-নেত্রে বহ বায়ু অনুক্ষণ।
        নিশীথে আন রে কানে,
        কি মধু মুরলী-গানে,
সঙ্গীতে মাখায়ে নিশি করি মনোহরতর ;
করিয়ে প্রবাসী প্রাণে সুখস্মৃতি জাগরণ।
        লয়ে যাও বিধুকরে,

মেঘখণ্ড ধীরে-ধীরে,
চুম্বি-চুম্বি ধীরে বায়ু! ফুটন্ত বাসন্ত ফুলে ;
ফুলে সুরভিশ্বাসে ভাসাও কুসুমবন।
হে সমীর বহ তবে
ভারতে এ কণ্ঠরবে,
থাক ভস্মে অগ্নিকণা রবে না পড়িয়ে তৃণ ;
তুমি আছ আসিবে না কেন সখা হুতাশন।

জন্মভূমি

কি মাধুর্য জন্মভূমি জননী তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কতদিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বারবার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালোবাসি ;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার।

ওই—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে-প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ী যার।
পারে পাসরিতে সে কি ও মুরতি আর।

যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার।
আসিলাম যেইদিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায় ;
যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উর্মিমালা খেলে বারবার।

ধনী বা কাঙাল থাকি, এ বিশ্ব-সংসারে
যথা যাই ভুলিব না জীবনে তোমারে ;
যথা যাই রবে মম
সাগর-লহরীসম
হৃদয়ে অঙ্কিত বিধু মুরতি তোমার।
হৃদয়ের আছে এক প্রিয় মনস্কাম ;
যেইদিন পরিহরি যাব ভবধাম,
সেদিন ও প্রেমমুখে,
হেরিতে-হেরিতে সুখে
পাই ও চরণতলে ত্যজিতে সংসার।

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আর-বার।
মুহূর্তের তরে শোক ভুলি একবার।
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালোবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি-হেলি দুলি-দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে
ভ্রমর-নয়নদুটি, হাসিপূর্ণ ছুটি-ছুটি
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারুফুল হাস আরবার।

হাস রে স্বর্গীয় ফুল

হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস রে আবার
ক্ষণতরে ভুলে যাই দুখ আপনার।
আকাশে হাসিলে ইন্দু, আনন্দে উথলে সিন্ধু
গম্ভীর হৃদয়ে খেলে লহরী তাহার।

যখনি হাস রে শিশু তখনি সুন্দর ;
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে যবে হাস মনোহর
যেন ফুল্ল রবিকরে, উষার সরসনীরে
হাসে পদ্ম বিকাশিয়ে মধুরিমা তার ;
আবার রোদন 'পরে হাস রে যখন
কি নব সুন্দর শোভা ধরে ও আনন!

নিরাশা

দুখেতে যাপিত মম হল চিরকাল।
নাহি জানিলাম সুখ—হায় রে কপাল।
সন্তরিনু সরোবরে সুখ-সরোজ আশে,
দেখি কমলহীন শৈবাল।
পেতে দ্বীপ শান্তিময় ভ্রমিলাম সাগরে,
দেখি সব তরঙ্গ বিশাল।
অন্বেষিতে সুখোদ্যানে আসিলাম শ্মশানে,
হায় বিধি মোর কি করাল।
স্থান দিও পরমেশ নাথ তব চরণে,
যবে আসিবে হে পরকাল।

বিষাদ-সংগীত

আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।
লহরে ভাসায়ে লয়ে যায় যে এ প্রাণ।
হৃদিতল আলোড়িয়ে, সুখ-স্মৃতি জাগরিয়ে,
আকুল করিয়ে চিত্ত কে ধরিল তান।

কে যেন চিরিয়ে বক্ষে, খুলিয়ে স্মৃতির চক্ষে,
আনিল শৈশব-দৃশ্য স্বপন সমান।
কে গাইল কে গাইল, অমৃত ঢালিয়ে দিল,
ভাসাল সুরভিশ্বাসে হৃদয়-উদ্যান।
আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।

জীবন বিসর্জন

রহিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
নিশাসম হেরি মহী সুনিবিড় অন্ধকার।
আর এ কন্টকবনে, থাকি বল কি কারণে,
কিবা কাজ এ জীবনে চিরদুখী অভাগার।
কোথা আজ পিতামাতা,
কোথা ভগ্নী কোথা ভ্রাতা,
দেখ চিরদুখী হেথা ত্যজিল দুখ-সংসার।
ডুব রে জীবন তবে, কাল-সাগরে নীরবে,
নাহি তোর কেহ ভবে ফেলিবে যে অশ্রুধার।
থাকিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।

সান্ধ্য-চিন্ত্য

ওই যায় দিনমণি হল দিবা অবসান।
আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব-উদ্যান।
জীবনের একদিন
কাল-জলে হল লীন,
পৃথিবীর কোলাহলে কেটে গেল দিনমান।
আবার কাল আসিবে,
আবার চলিয়া যাবে,
আবার আসিবে নিশি জাগায়ে তারকা-প্রাণ।
এইরূপে ধীরি ধীরি
বহিবে জীবন-তরি,
ডুবিবে একদা শেষে সাগরে অর্ণবযান।

জীবনের সে সন্ধ্যায়,
বহিবে না মৃদু বায়,
বিহঙ্গ ললিত তানে গাবে না মধুর গান।
আসিবে গভীর নিশি,
আঁধারিয়ে দশদিশি,
সে ব্যোমে তারকা-চন্দ্র রহিবে না ভাসমান।
হল দিবা অবসান।

সুখ বিসর্জন

কেন আর ধরি এ জীবন।
বিগত সকল সুখ জীবনে মরণ।
মনোহর এ সংসার, সুন্দর না হেরি আর,
বহিয়ে শোকের ভার অবসন্ন মন।
গগনে চন্দ্রমা হেরি ভাসে সুখে নরনারী,
কিন্তু কেন অশ্রুবারি ঝরে এ নয়ন।
দেখি নিশা অবসান, পাপিয়া গায় রে গান,
কাঁদে কেন মম প্রাণ, শুনি তা এখন।
কেন বৃথা ধরি এ জীবন।

নিশীথ

এস তারাময়ী নিশি!
এস দেবী ধরাতলে
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে
ডাকি আমি তোমারে।
হয় যে সমর হৃদে, বুকেতে যে শেল বিঁধে,
তোমা বিনা শান্তিময়ী
জানাইব কাহারে,
হু হু করি হৃদিতলে, দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি
নিবাও গো তাহারে।
কোলাহলে রবি-করে, হৃদয় ব্যথিত করে,

ভালোবাসি এ নির্জনে
স্বপ্নময় আঁধারে।
ভরিয়ে ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণেক করিব পান,
অশ্রান্ত স্বর্গীয় তব
মৃদু ঝিল্লিঝঙ্কারে।
অশ্রুভরা আঁখি দিয়ে, ভরি প্রাণ নিরখিয়ে,
প্রিয়কান্ত তারাগুলি
নভোবন মাঝারে।

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখী এস রে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মূরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয়দ্বারে, লয়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয়-আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মুকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখী এস রে আমার।

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরী।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মরমরে,
প্রতি জলধররাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্তমুগ্ধকরী।
বড় ভালো লাগে মোর, স্বপ্নময় ঘোর-ঘোর,
বিষাদে জড়িত ওই বদন তোমারি।
এস এস প্রিয় সহচরি।

বিগত শৈশব

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখে জীবনে আবার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে,
বেড়াতাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।

হায়—কেহ নাই আছে কেহ,
কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালোবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ-প্রীতি,
কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বারবার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়,
সেইদিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখকাল শৈশব আমার রে।

প্রভাত-শশী

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার,
বিষাদের রেখা কেন বা আননে।
নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব-সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে-ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।

এই ছিলে হাসি-হাসি, ঢালি করসুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারাসনে।
লুকালে সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

প্রতিমা বিসর্জন

আয় রে অভাগা আজি আয় রে ভারতবাসী।
চিরপ্রিয় গৃহলক্ষ্মী আয় বিসর্জিয়ে আসি।
ভাসাই সাগরে আনি, সোনার প্রতিমাখানি,
লুকাইবে সিন্ধুজলে সে অনন্ত রূপরাশি।
আমরা দাঁড়ায়ে তীরে, বিসর্জিয়ে নেত্রনীরে,
হেরিব মজ্জন্তী মূর্তি স্বর্গশোভা-পরকাশী।
ডুবিবে সে কান্তি যবে, বিষাদে ফিরিবে তবে,
হেরি শূন্য সিন্ধুহৃদি একবার দীর্ঘশ্বাসি।
পারি যদি পুনরায়, আদরে তুলিব তায়,
নহে বিসর্জিব সঙ্গে আনন্দ—সুখের হাসি।

প্রভাত-কুসুম

কোমল কুসুম-রত্ন উঠ ত্বরা করি।
সমুদিত সুখভানু পোহাইল বিভাবরী।
বহে স্বাধীন পবন,
নাচাইয়ে ফুলগণ,
তুমি না সেবিলে তায় বিষাদে দেহ আবরি
সকলের অশ্রুজল, রবিকরে শুকাইল,
কেন তব নেত্রনীর ঝরে অনিবার ;
বুঝি বা কোরকে তব
পশিয়াছে কীট সব
নীরবে দংশন-ব্যথাসহ ফেলি অশ্রুবারি।
সব পুষ্প হাসে সুখে, তুমি কেন অধোমুখে,
পথাঞ্চলে ঢাকি তব কোমল বয়ান ;
অতুল প্রসূন আর
ফেলিও না আঁখিধার
উঠ রে কানন-রত্ন এ বিষাদ পরিহরি।
কোমল কুসুমকলি উঠ উঠ ত্বরা করি।

মেল রে নয়ন

মেল রে নয়ন ;
ভারতসন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
শতাব্দী-শতাব্দী পরে,
আবার সে রবিকরে
ভাসুক ভুবন।
দেখ সকলেই হাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
তুমি কেন রবে আর্য বিষাদে মগন ;
বিভাবরী অবসানে
উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
ভারত-গৌরব-গান করেন কীর্তন ;
শুনি তাহা কোন্ প্রাণে
আছ পড়ি এই স্থানে
করিয়ে শয়ন।

কেন মা তোমারি

কেন মা তোমারি—
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
আলুলিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস ;
হেরিতে না পারি।
নীরবে সজল আঁখি, ঊর্ধ্বভাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি ;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি।

ভারতমাতা

কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।
বল মাতঃ কি কারণে, বসি আছ ধরাসনে,
কেন বা এ নিরজনে গাইতেছ দুখ-গান?

কত বর্ষ হল গত, আর মা কাঁদিব কত?
হবে না কি এ জীবনে দুখনিশি অবসান?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারি তরে রহিতে দাসী-সমান?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?

কি লয়ে কর রে গর্ব?

কি লয়ে কর রে গর্ব কি বল আছে তোমার?
সকলি পরের লয়ে কেন বৃথা অহঙ্কার।
বিধু যথা রবিকরে, মহী আলোকিত করে,
না পায় কিরণ যদি সব হয় অন্ধকার।
বিদেশির পদতরি, আছ রে আশ্রয় করি
অপরের ছায়া তুমি কিবা তব আছে আব?

বিষণ্ণা ভারতী

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর।
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে একধার?

নাহি ভবভূতি-ব্যাস, নাহি মাঘ-কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীনভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার!

লও বীণা তুলি করে,   মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার।

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবননদী শুকাবে না আঁখিজল।
এ জগতে একা বসি,   কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে
হাসিতিস আর্য তুই জগৎ-ভিতরে,
সে দিন নাহিকো আর,   কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবনদীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অবিরল।

কেন রে ভারতবাসী

কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন ;
দেখ আঁখি মেলি,   গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।
ভারতগৌরব-সুখ-দিনমণি।
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুখ-যামিনী,
হবে কি প্রভাত আবার তেমন।
ভারতনিবাসী প্রফুল্ল অন্তরে
গাইবে কি পুনঃ সুললিত স্বরে,
ভারতমহিমা ভারত ভিতরে,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসায়ে ভুবন।
উঠ রে প্রাণের ভ্রাতৃগণ সবে,
উঠিবে দিনেশ আবার পূরবে,
অরুণকিরণে ভারত ভাসিবে,
রবিকরে নিশি হবে নিমগন।

উপহার

১

চিরজীব-সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে ;
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়ীনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

২

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলধরা রে ;
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা,
সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা,
নীরবা নিষ্ঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণুসম এ ধরা রে ;

দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্মরদৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।

৩

কে বলে কালো রূপ নয়,
যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষার চাহে কে মূঢ়
মণ্ডিতে বসন্ত হাসি?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে
শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।

জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি তুহিনে শুভ্রচরিতে,—
বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে,
কালো রূপে আমরা রে।

হা, এ রত্ন দাস-হৃদয়ে—
পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—
স্বার্থদাসদাসী ;—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে ॥

SCOTCH SONGS

AULD LANG SYNE

পুরানো প্রেমকো নহি যাও ভঁইয়া হো,
পুরানো প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হে।
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যাঁউ যব্ বনমে ফুল ঢুঁড়িয়া হো,
আয়া ছোড়ি সো দূর্‌মে সো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যো দিন নদীমে তুম হম খেল কিয়া হো,
তব্‌সে বীচ্‌মে রঁহ গাঢ়া দরিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

নে হাত দে হাত মুঝ্‌কো মোরা পিয়া হো,
পিও জি খেয়াল্ কর্ অব্ যো দিন গিয়া হো
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

তোমারি ভরো তুম্ হম্ ভরে মেরি আ হো,
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

YE BANKS & BRAES

কেমনে তুই রে যমুনাপুলিন
    সাজিস রে এত ফুল্ল ফুলগণে ;
কেমন হরষে গাস রে বিহগ,
    আর আমি এত বিষাদিত মনে—
গাসনাকো আর পুষ্পিত কাননে,
    পাখি রে ভাঙিবি হৃদয় আমার ;
কেন রে অন্তরে জাগাস সে স্মৃতি
    গিয়াছে যে সুখ—ফিরিবে না আর।

কতবার এই যমুনাপুলিনে
    ভ্রমিয়াছি আহা প্রভাতে-সন্ধ্যায়,
কূজিতিস তোরা প্রণয়ে বিহগ
    আমিও যেমতি গাইতাম হায়—
গেলাম তুলিতে গোলাপ-মুকুলে,
    বাড়াইনু হাত কত সাধ করে ,
নিঠুর প্রণয়ী হরে নিল তায়,
    রেখে গেল কাঁটা আমারি অন্তরে।

ROBIN ADAIR

কিসের নগর আর—
        নবীন যে নাই ;
কি দেখিতে এনু আমি
        কি শুনিতে ছাই—
কোথা সে আনন্দ-উল্লাস এখন,
আনিতে যা ভবে স্বরগভুবন ;
গিয়াছে তোমার সনে
        নবীন আমার।

তুইই সভার মুখ
করিতিস আলো—
উৎসব তোরই তরে
লাগিত রে ভালো ;
ফুরালে উৎসব কেন এ হৃদয়
হত রে উদাস,—সব শূন্যময় ?
তোরেই বিদায় দিতে
নবীন আমার।

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার ;
আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার ;
তবু তোরে এত বাসিতাম ভালো,
রহিবি আমার হৃদে চিরকাল ;
তোরে কি ভুলিতে পারি
নবীন আমার।

WEEP NO MORE, LADIES

কেঁদ না রমণীকুল কেঁদ না রে আর,
চির শঠ পুরুষ পৃথ্বীর।
একটি পা জলে, স্থলে অন্যটি পা তার
একে কভু রহেনাকো স্থির।

তবে কেঁদনাকো আর,
যাক যথা ইচ্ছা যার,
রহ হরষে রূপসি নিজ মনে ;
করে দেও সব তব বিষাদের তান
'তুম্ তারে না তারে না তুম্ দনে।'

গেও না বিষাদ-গান—গেও না মলিন,
দীর্ঘশ্বাস, ফেলি ; সাশ্রুজল ;—
পুরুষের প্রতারণা হেন চিরদিন,
যবে হতে বসন্ত শ্যামল ;
"তবে কেঁদনাকো আর"....

TAKE AWAY THOSE LIPS

যাও, নিয়ে যাও ও অধরদ্বয়,
    কহিল যা এত মধুর ছলিয়া,
আর আঁখিদুটি—দিনের উদয়—
    ভ্রম হয় যাহা উষার বলিয়া।
ফিরে দেও মোর প্রণয়-চুম্বন,
দিনু যায় কিন্তু বৃথা সে এখন।
লুকাও লুকাও উদাসীন ভাষা,
    রাখে যা যতনে ও চারুহৃদয়,
উপরে সুন্দর পূর্ণ ভালোবাসা,
    ভিতরে অস্থির প্রতারণাময়।
কিন্তু আগে দেও ছাড়ি মম প্রাণ,
    বেঁধেছ যা বাঁধে—তুষার সমান।

HARK HARK, THE LARK

শোন্ শোন্ গায় আকাশে পাপিয়া—
    জাগিয়া অরুণ ধীরে
অশ্বগুলি তার আসিতেছে নিয়া
    কুসুম-নীহার-নীরে।
চম্পক মুকুল সোনার নয়ন
    খুলে এখনও অস্ফুট,
জাগে চারিদিকে যা কিছু মোহন
    দেবি, মে সুন্দরি—উঠ।

SOME FOLKS

কেউ কেউ করে হায়
    কেউ কেউ করে, কেউ কেউ করে,
কেউ কেউ মরতে চায়
    আমি-তুমি তার কেউ নই—
বেঁচে থাক্ সে হাসি খুশি প্রাণ সব
    হাসে যারা দিন-রাত ;

যেন মজার বাদশাহ,—
    যে বলুক না খুশি যে বাত।

কেউ হাসতে পায় ভয়,
    কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়
কেউ কাঠ-হাসিময়,
    আমি-তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুশি প্রাণ সব
    হাসে যারা দিন-রাত
যেন মজার বাদশাহ,—
    যে বলুক না খুশি যে বাত।

কেউ পায় পাকা চুল,
    কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায় ;
হয়ে শোকাকুল,—
    আমি-তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুশি প্রাণ সব
    হাসে যারা দিন রাত,
যেন মজার বাদশাহ,—
    যে বলুক না খুশি যে বাত।

কেউ কেউ চটেই রয়
    কেউ কেউ রয়, কেউ কেউ রয় ;
তারা শিগগির গোল্লাই যায়,—
    আমি-তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুশি প্রাণ সব
    হাসে যারা দিন-রাত ;
যেন মজার বাদশাহ,—
    যে বলুক না খুশি যে বাত।

কেউ কেউ খেটে খুন,
    কেউ কেউ হয়, কেউ কেউ হয়
দিনে নিজের মুখে আগুন,—
    আমি-তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুশি প্রাণ সব

হাসে যারা দিন-রাত ;
যেন মজার বাদশাহ,—
যে বলুক না খুশি যে বাত।

ETHELDENE MAY

আমি কুড়ায়েছি কুসুম কাননে
তুলি, বসন্তের কিশোর মুকুল
গেছি উপত্যকা-গিরি পর্যটনে
যথা, উড়ে রম্য বিহঙ্গমকুল ;
আমি, ভ্রমিয়াছি কত মহাপুরী
কত, সজ্জিত বিলাসী নিকেতনে ;—
নাহি, পাখি, কি মুকুল, কি মাধুরী,—
হয় তুল মোর সরলার সনে।
কোমল নিশার তারাসম,
বিভাময়ীসম সে দিবার ;
মোর—জীবনেরই সুখ, মোর প্রাণের গরিমা,
কিশোরী—সে সরলা আমার।
আমি,—খুঁজিয়াছি মুকুতা সাগরে,
যাহা—বিরল সে গহ্বর-মাঝার,
আমি—অন্বেষেছি খনি মণিতরে,—
যোগ্য নৃপতির দেহে জ্বলিবার ;
তবু—খুঁজি যদি বিশ্ব-সমুদয়,
উষা হতে নিশাবধি, একমনে
নাহি—মুকুতা কি মণি প্রভাময়,
হয় তুল মোর সরলার সনে।
কোমল নিশার তারাসম ;
বিভাময়ীসম সে দিবার ;
মোর—জীবনেরি সুখ, মোর—প্রাণের গরিমা,
কিশোরী সে সরলা আমার।

IRISH SONGS

LAST ROSE OF SUMMER

নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ
একা আছে ফুটে,
সুকুমার তার সাথীরা সব
শুকিয়ে ধুলায় লুঠে ;
আপনার কেউ কুসুমকলি
কাছে নাইকো তথায়,
হতে সুখে সমসুখী—
সমদুখী ব্যথায়।

যাবনাকো ছেড়ে তোরে
একাকী রে গাছে ;
ঘুমোগে যা, ঘুমিয়ে যেথা
শোভারাশি আছে।
দয়া করে পাতাগুলি
ছড়িয়ে দি তোর তবে,
শুয়ে যেথা তোর বিবাস, মৃত
বনের সাথী সবে।

আমিও যাই এমনি যেন
প্রণয় গেলে মরে ;
প্রেমের উজ্জল মুকুট হতে
মানিক গেলে ঝরে ;—
গেলে শুকিয়ে প্রেমিক-হৃদয়,
প্রিয়জনরা চলে,
কে চায় থাকতে একা হায় এ
নীরস ধরাতলে।

WHEN HE WHO ADORES THEE

তোমার ভক্ত অনুরাগী
চলে যাবে যখন শুধু—

অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি?
যখন তারা দুষবে জীবন
অর্পিত যা তোমার পদে
ঝরবে কি গো তোমার দুটি আঁখি—
কেঁদো ; যতই দুষুক শত্রু,
তোমার চোখের জলে প্রিয়ে
ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—
জানেন যিনি অন্তর্যামী
তাদের কাছে দোষী হলেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

তোমার সাথে জড়ানো মোর
ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন
জ্ঞানে প্রতি চিন্তা তব সনে ;
অন্তিমের ভিক্ষায় আমার
জগতের পিতার পদে
তোমার কথা জাগিবে গো মনে ;
সুখী সেসব সখা প্রেমী তোমার
গৌরব সুখের সময়
দেখতে যারা রইবে পরে জীয়ে ;
তারপরই প্রিয়বর এই বিধির প্রসাদে হেন
তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

GO WHERE GLORY WAITS THEE

যাও যেথা যশ আছে,
কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো ;

যখন অতি অধীর প্রাণে
শুনবে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো ;
পাবে অন্য আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে ;
সব সুখ ও জীবনে

পাইবে মধুরতর ;—
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখন সুখ মধুসম,
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন দেখবে, মধুর সাঁঝে,
সে তারাটি আকাশ-মাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো ;
আসতে মোরা বাড়ি ফিরে
দেখতেম সে তারাটিরে ;—
আমায় একবার মনে কোরো।

নিদাঘ শেষে তরুশিরে
দেখবে যখন গোলাপটিরে,
ঘুমায়ে পড়িছে ধীরে
ঢুলে অতি মনোহর ;
তাহে, যে গাঁথিত হার,
ভালোবাসতে তরে যার,
তারে একবার মনে কোরো।

যখন দেখবে চারিধারে
শীতের পাতা গেছে ঝরে
আমায় একবার মনে কোরো ;
দেখবে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন শুনবে প্রেম-গানে,
ঢালিবে সে মধু কানে,
হয়তো ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখি 'পর ;
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে ;
আমায় একবার মনে কোরো।

KATHLEEN O' MORE

আমার প্রিয়ায় আজো ভাবি যেন
দেখি পুনরায় ;
কিন্তু দুখী আমায় ফেলে চলে
গিয়াছে সে হায় ;—
বালা আমারি সে বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

ছিল কালো তাহার আঁখি, কালো
উজল কেশরাশি ;
তার বর্ণ সদাই নূতন, নূতন
সদাই তাহার হাসি ;
এত রূপসী সে বিভা,
মোর প্রিয়তমা বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সে দুইতো ধলা গাইটা, সে গাই
রইতো তখন স্থির ;
ছিল দুষ্ট সবার কাছে, কিন্তু
তাহার কাছে ধীর ;
এত ভালো ছিল বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা—
রে বিভাবতী মোর।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় প্রিয়া ছিল
দোরের ধারে বসি,
শুনতে বায়ুর মৃদু স্বরে, দেখতে
সায়াহ্নের শশী ;—
এমনি চিন্তাশীলা বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

বইল কুঞ্জের চারিধারে, শীতের
রাতের কঠোর বায় ;

প্রিয়া সে বায়ুর হিমেতে ক্রমে
শুকাইল হায় ;—
তাই, হারানু মোর বিভায়,
বালা আমারি সে বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।—

সব পাখির চেয়ে ভালোবাসি
ঘুঘু পাখিটিরে,
যে বাসা বেঁধে আছে ওই
নদীটির তীরে ;
যেন বিভায় ভাবি দুখে
থাকে নদীর পানে চেয়ে,—
রে বিভাবতী মোর।

ERIN OH ERIN

যথা, রাবণের চিতা ধরণীর বুকে
জ্বলে যুগ-যুগ বাহি কি ঝড় তিমির,
তথা বীরের হৃদয় সুগভীর দুখে
রহে অক্ষুব্ধ, অনম্য, অস্তিমিত, স্থির।
এরিন্ ও এরিন্ আজো প্রাণ তোর
জ্বলে উজলি অশ্রুর এ তিমির ঘোর।

আজ কত জাতি মৃত, তোর এ যৌবন,
কত সূর্য অস্তমিত তোর তো এ ভোর ;
আজ যদিও রে মেঘে ঢেকেছে আনন
জ্যোতি আবার ঘেরিবে মুখখানি তোর ;
এরিন্ ও এরিন্ দুখি এতদিন,—
তুই হাসিবি সকলে হলেও মলিন।

থাকে, দারুণ শিশিরে পত্রে মাত্র ঢাকা
শুধু— ঘুমায়ে অশোকশিশুফুলরাশি—
যবে, বসন্ত আসিয়া খুলে দেয় পাখা—
তারা জেগে উঠে সব পুনরায় হাসি—
এরিন্ ও এরিন্ শীত নাহি আর,
তোর, ঘুমন্ত সৌন্দর্য জাগিবে আবার।

আষাঢ়
১৮৯৮

কেরানি

১

খেটে খেটে খেটে—
সারাদিনটা আপিসেতে
কাগজপত্তর ঘেঁটে,
লিখে লিখে ব্যথা হলো
আঙুলগুলোর গিটে—
যেন, একসা হয়ে গেল
মাজায়-ঘাড়ে-পিঠে,
পায় ধরল বাত,
অসাড় হল হাত,
খেটে খেটে, লিখে লিখে,
সকাল থেকে রাত ;
কোথায় সেই ১০॥, আর
কোথায় সেই ৬টা,
শরীর হল আগুন—এবং
মেজাজ হল চটা।

২

খেটে খেটে খেটে—
মুখে চারটি অন্ন গুঁজে
চাপকান গায়ে এঁটে,
আপিসে যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে একটু না থেমে,
ওছট্ এবং ধুলো খেয়ে,
দুপুর রোদে, ঘেমে ;
হুঁকো টেনে কষে,
ভাঙা চ্যারে বসে,
দিস্তেখানিক কাগজেতে
কলম ঘষে ঘষে,

মাথায় বেরোল ঘাম ;—এবং
ঠোঁটে লাগল কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।

৩

খেটে খেটে খেটে—
আসি রোজই মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে ;
দীনমূর্তি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে ;
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায় ;
ইচ্ছা হয় যে চলে যাই—দ্যুৎ!
—ছেড়ে এই পাড়ায়,
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ ; জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়গুড়ি বিনা।

৪

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি শ্রান্ত-দেহে
দু-ক্রোশখানিক হেঁটে—
গাড়ুতে নেই জলবিন্দু ;
গামছা গেছে হারিয়ে ;
ছুতোর আজও চারপায়খানা
দেয়ওনিকো সারিয়ে ;
ধুতি গেছে উড়ে ;
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায় আর
একপাট আঁস্তাকুড়ে ;
বিশু গেছে বাজারেতে ;—
ঘুমোয় রামা-কুড়ে :
বামন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

৫

খেটে খেটে খেটে—
আপিস ছেড়ে এলাম যদি
আপনারই 'স্টেটে'.—

কোণেতে জড়ানো দেখি
তক্তাপোষের পাটি ;
ফরাসে ও সতরঞ্চে এককোমর মাটি ;
পুত্ররত্ন গিয়ে
হুঁকোগাছটি নিয়ে,
ভেঙে সেটি, কালি মেখে,
কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি পরে তাকিয়াতে
কর্চেন বসে নৃত্য ;
ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয়
রামকান্ত ভৃত্য।

৬

খেটে খেটে খেটে—
অগ্নিতুল্য একেবারে হঠাৎ ভীষণ 'রেটে'
পুত্রকে দিলাম চড়,
রামাকে দিলাম লাথি ;
পুত্র কোল্লেন 'ভ্যাঁ', ও
কোল্ল 'কোঁৎ' রামা-হাতি।
বোল্লেম "রামা পাজি!
এখনি যা, সাজি
নিয়ে আয় রে তামাক,
নইলে প্রলয় হবে আজি ;
লক্ষ্মীছাড়া, শুয়োর, ষণ্ডা,
ঘুমোচ্ছিস যে গাধা,
আমার ফরাসে যে,—পায়ের
পাঁচিশ বস্তা কাদা।"

৭

খেটে খেটে খেটে—
ক্ষুধায় যেন বাড়বাগ্নি
জ্বলে যাচ্ছে পেটে ;—
বাহিরের সে অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ির মধ্যে
চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি ;

জলখাবারটি ভাবি ;
—দেখি সব ফক্কিকার—গিন্নির
হারিয়ে গেছে চাবি,
—আসে নাইকো সন্দেশ, দুগ্ধ
ফেলে দিয়েছে মেয়ে ;
গেছে সকল রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

৮

খেটে খেটে খেটে—
—বলতে আপন দুঃখের কথা
হৃদয় যায় গো ফেটে—
চাইলাম গিয়ে অন্ন তো
গৃহিণী এলেন তেড়ে,
তাঁর সে সুদর্শনচক্র, স্বর্ণনথটি নেড়ে ;
"সারাদিনটা খাটি'
শরীর করে মাটি,
পোড়ারমুখো! কাহিল হলাম
যেন একটি কাটি ,
ছেলে কোলে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে
ফুলে গেল পা-টা ;
তবু বলে শুয়ে আছ,—
নিয়ে আয় তো ঝাঁটা।"

৯

খেটে খেটে খেটে—
মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম,
বাড়বাগ্নি পেটে,—
এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রপুরী ছাড়ি,
একেবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি ;
—হায় রে অধর্ম!
—ছেড়ে সকল কর্ম,
যাহার গয়না দিতে দিতে
বেরিয়ে যায় গো ঘর্ম,
সেই না ধায় ঝাঁটা নিয়ে
বলে পোড়ারমুখো,
—কলিকাল!—যাক—অরে রামা
নিয়ে আয় তো হুঁকো।

১০

খেটে খেটে খেটে :—
পারিবারিক ব্যাপার ফেলে
হৃদয় থেকে ছেঁটে ;
ভৃত্য রামকান্ত কর্তৃক তামাক হলে সাজা,
দিলাম দু-তিন টান ও তখন
ভাবলাম 'আমি রাজা'।
দিয়ে হুড়োতাড়া
প্রদীপ কল্লেম খাড়া
ডেস্কোর উপর, এবং পরে
ফরাস হলে ঝাড়া,
বসলেম গিয়ে তদুপরি পেতে একটি পাটি ;
তবলা নিয়ে ধাঁই করে
দিলাম দু-তিন চাঁটি।

১১

খেটে খেটে খেটে ;—
এলে কটি এয়ার-বক্সি দুচার পাড়া ঝেঁটে,
চল্লিশ বাজি তাস এবং চৌদ্দ বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হল খেতে
বাড়ির মধ্যে আসা।
রাঁধুনীর কি গুণ—
ডালে বেজায় নূন ;
মুখও গেল পুড়ে—পানে
বিষম রকম [illegible] ;—
রাঁধুনীকে বকে এবং
গিন্নির উপর রেগে,
দিলাম পাড়ি শযনের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে বেগে।

১২

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দীবর আঁখি,
বুঝলাম খাসা তখনই যে
গিন্নির সবই ফাঁকি।
গোঁফে দিয়ে চাড়া,

নখে দিলাম নাড়া ;
গিন্নি উঠলেন ফোঁস করে
সর্পের মতো খাড়া ;
—বেধে গেল যুদ্ধ ; হল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়ল
ঘুমের দফায় ইতি।

১৩

খেটে খেটে খেটে—
বল্লেন তিনি "কড়া পড়ল
হাতে বাটনা বেটে—
গায়ে হল বাত, আর মাথার
চুলও গেল উঠে,
মেয়ে কোলে করে করে ;—
আমি কি তোর মুটে?
—হায় গো কোন্ পাপে
হতচ্ছাড়া কাপে
কুলীনের মেয়েকে নিয়ে
বিয়ে দিলে বাপে?
তার উপরে চোপা!
আবার আমার উপর চটা!
নিয়ে আয় না আনতে পারিস
আমার মতো কটা?

১৪

"খেটে খেটে খেটে
হলাম কি, দ্যাখ রে নির্লজ্জ
পাষণ্ড, বোম্বেটে।"
—দৌড়ল রসনা গিন্নির দ্রুত এবং সটাং ;
তদুপরি আমার মেজাজ
ছিল সে দিন চটাং ;
আর ও অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,—
সকল সময় জ্ঞান থাকে না
তবলা কি অবলা ;

বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটি
সোজা গিন্নির বাঁ মস্তকে
দিলাম একটি চাঁটি।

১৫

খেটে খেটে খেটে
হয়তো গিন্নি ছিলেন কিছু
কাবু ; নয়তো ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন
শিরা কিম্বা ধমনী ;
তাহা সঠিক জানিনাকো ;
কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নি সেই চড়ে
সটাং গেলেন পড়ে
মূর্ছায় ; যেন তালবৃক্ষ আশ্বিনেরই ঝড়ে ;
আর যখন জ্ঞান হল, এমন
বদলে গেল খাঁটি
তাঁহার সেই মেজাজ—যে সে
অতি পরিপাটি।

১৬

খেটে খেটে খেটে
অস্থি হল মাটি ; এবং গৃহ হল মেটে ;
শয্যা হল তক্তাপোষ ; আর
না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড়ো মেয়ে ;
বেছে বুড়ো বরে
ভাল কুলীনঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও
বিষম কষ্ট করে
স্ত্রী হলেন গতাসু, কি করি?
শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন-
বর্ষীয়া রমণী।

১৭

খেটে খেটে খেটে
হয়ে গেলাম ঘোরতর
কাহিল এবং বেঁটে ;–
পড়ে গেল কপালেতে বড়-বড় রেখা ,
কানে যায় না শোনা ; ভালো
চোখে যায় না দেখা :
চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে ;
মাংসও গেল ঝুলে ; সুঠাম
শরীর গেল বেঁকে ;
দাঁতও হল জীর্ণ ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে ;
চিবুক গেল উঠে ;—এবং
নাক গেল নেমে।

১৮

খেটে খেটে খেটে
দিবস গেল মাসও গেল বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায়ই হা বাঙালিবাবু!
খেটে-খেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু ;—
ক্রমে এবং ক্রমে,
রক্ত গেল জমে,
শীর্ণ হল দেহ ; দেহের
জোরও গেল কমে
মাথাটা বসে না যেন ভালো আর এ ঘাড়ে
মাংসে ধরল ছাতা ;—শেষে
ঘুণও ধরল হাড়ে।

১৯

খেটে খেটে খেটে—
যে কয়টা দিন বাকি আছে
তাও যাবে কেটে ;
বিধাতার সেই আদালতে পরকালে গিয়ে
উত্তর দিবার আছে—"দিইছি
তিনটি মেয়ের বিয়ে ;
তাহাই আমার ধর্ম ,
তাহাই আমার কর্ম ;

মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে

বেরিয়ে গেছে ধর্ম ;

আর নিজে দুই বিয়ে করে

ফুরিয়ে গেল 'প্রময়'

অন্য কিছু করিবারে পাইনিকো সময়।"

বাঙালি-মহিমা

মিথ্যা-মিথ্যা কথা যে,—"বাঙালি ভীরু

বাঙালির নাহি একতা—"

কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী,

খবর-কাগজে লেখ তা?

অদ্য পদ্যে আমি বাঙালি-বীরত্ব

করিব জগতে ঘোষণা ;

বেরোবে ছাপায় ; পড়িতে পাবে তা ;

ব্যস্ত হও কেন? রোস না।

তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া

নেমে এস মাতা ভারতী!

অর্জুনের সাধ্য হত যুদ্ধ করা

কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি?

সাহায্য তুমি না কর যদি আমি

সমর্থ তাহাতে নাহি মা ;—

দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার,

গাইব বাঙালি-মহিমা।

খোল ইতিহাস ;—সতর তুরস্ক

প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,

লক্ষ্মণ সেন তো দিলেন চম্পট

কচুবনে এক দৌড়েতে।

সে অপূর্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক

দীর্ঘপলায়নকাহিনী

যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও

ভালো করে কেহ গাহিনি!

পরে আফগান, মোগল, পাঠান

দলে-দলে দেশ জুড়িয়া

করিল রাজত্ব ; তাহাও বীরত্বে
সহিল বাঙালি-উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ ; বাঙালি (লেখে তো
সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাষ্ট্রা শিখ.
মূর্খ যত সব মেড়ুয়া ;
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মতো
(যদিও পরনি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
বুঝে নিলে সব পলকে ;—
"ভবিতব্যলিপি কে খণ্ডাতে পারে?
কাটাকাটি করে ফল কি?"
হবে না বা কেন? খায় ছাতু-রুটি
পশ্চিমে পাঞ্জাবি পাহাড়ে ;
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা, ভাত
খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
কার্য করাটাই শ্রেয়সী ;
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
জীবনের সার প্রেয়সী ;
তাহাদের চিত্র অর্জুন রাবণ
ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে ;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
প্রেমে ঢুলুঢুলু নয়নে :
তারা গায় সবে "জয় সীতারাম"
আজও শুনি যেথা যাই গো।"
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে—
ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।"
তেমনটি কেহ পারেনি জগতে—
তোমরা যেমন দেখালে ;
বুঝেছে তা মোক্ষমুলার ও গ্যেটে—
—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে'।
এসব তো মাতা পুরাণকাহিনী—

কাঁহাতক স্মরি রাখি মা।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে
প্রত্যক্ষ বাঙালি-গরিমা।
এখনো বাঙালি জগৎসম্মুখে
রাস্তাঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও তো।
তারপর বুদ্ধি!—আশ্চর্য সে বুদ্ধি!
ইংরাজি-ফরাসি কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে ; নিতেছে
'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
ব্যবসা-চাকরি করিয়া,—কত কি
নাটক-নভেল লিখিয়া,
আজিও আছে তো সুদ্ধ বুদ্ধিবলে
এ জগতে সবে টিকিয়া।
ল্যান্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে ;—
ট্যান্ডেম হাঁকায় সঘনে ;
বা-সিকিলে যায় ; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
ধূলি উড়াইয়া গগনে ;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
সার্কাস, জাননা তাও কি?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে ;
—তার বেশি আর চাও কি!
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে
কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে তো ; তার
বেশি আর পার্বে কেন সে?
এত বিপদের আবর্তের মাঝে,
এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিকে আছে তো তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস-আসনে।
ধন্য বুদ্ধিবল!—যুদ্ধে কভু শির
দেওনি কাহারে বন্ধকী ;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে
পুষিয়ে নিয়েছ, মন্দ কি!

মর্ম

প্রথমত ;—নিজের কার্য ফাঁকি দিয়ে, বড়
পড়োনাকো উপন্যাস ; আর
যদি কিছু পড়
নিতান্তই, পড়ো ভালো
কাজের বহি ; ধেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।
দ্বিতীয়ত ; দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিও না ; চলে যায় তা
যাকনা রেলের গাড়ি
না হয় দেরিই হল একদিন
যেতে শ্বশুরবাড়ি।
তৃতীয়ত ; কাউকে বেশি
করো না বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ির কথা
কবোনাকো ফাঁস
যাহার-তাহার কাছে ; এ জগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা
দেখে নিও শিখে—
শেষত ; যেও না কোথাও
চিঠি নাহি লিখে।

ডেপুটি-কাহিনী

১

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি—
আপিসেতে চলে যান নবীন ডেপুটি—
অতি এক লক্ষ্মীছাড়া.
ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিতবর্ণ, অপরটি সাদা।

২

পরিয়া ইংরাজি প্যান্ট গলা-আঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর
রোচেনাকো মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে ;

৩

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা বাইরেতে পোশাকে অন্তত ,
কেরানির চাপকান পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্তে ;
ত্রিশঙ্কুব মতো, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্যে।

৪

তদুপরি, শোভে শিরে 'ধূম্রপানসেবী'
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনাবা উলটানো তার,
কি রকম বোঝা ভার,
অনেকটা বহুরূপী ;
চিৎপুরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।

৫

এবম্বিধ পরিচ্ছদে সুভূষিত অতি,
ডেপুটিপ্রবর চড়ি, মৃদুমন্দগতি
প্রাগুক্ত পুষ্পকরথে,
উপনীত আদালতে,—
তাড়াতাড়ি এজলাসে উঠি,
ডাকিলেন বেঞ্চ ক্লার্কে নবীন ডেপুটি!

৬

পরে যত ফরিয়াদি আসামি, বেবাক
পড়িল তাদের সব ঘন-ঘন ডাক ;
হল সাক্ষী-এজাহার,
ছাঁকা মিথ্যা, পরিষ্কার—
পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠা ভরে গেল তায় ;
ডেপুটি দিলেন পরে এক দীর্ঘ 'রায়'।

৭

বিচার সমাপ্ত করি, সিগারের ধূমে
করে গিয়ে 'ডিসিন্‌ফেক্ট' এজলাস 'রুমে',
ছাড়িয়া ইংরাজি গৎ, করে মেলা দস্তখত,
করে মোকদ্দমা দিন ধার্য ;
করে দুটো ছোটখাটো রেভিনিউ কার্য ;

৮

চলিলেন, এজলাস হতে শেষে উঠি
চড়িয়া পুষ্পকরথ আবার ডেপুটি ;
আর্দালিও বাক্স হস্তে,
চলে সঙ্গে ; শশব্যস্তে
সরে যায় পুলিশ প্রহরী ;
ডেপুটি স্বগৃহে যান কার্য শেষ করি।

৯

সেখানে বসিয়া তাঁর সুমিষ্টভাষিণী,
সুমন্দগমনা, গৌরী, মধুরহাসিনী
নবপরিণীতা প্রিয়া, ঘরেতে দরজা দিয়া,
নিদ্রায় যাপিয়া দীর্ঘ দিবা,
আসিলেন পার্শ্বে তাঁর—মনোহর কিবা।

১০

একে মিষ্ট, তাতে হস্তে মিষ্টান্নরেকাবি,
—(সোনায় সোহাগা)—আর
অঞ্চলেতে চাবি
পায়ে মল, হাতে বালা, অধরেতে মধুঢালা,
কৃষকেশ-কবরী সুরভী ;--
(আশেপাশে ঘোরে ঝি-টা—
নিতান্ত অকবি !)

১১

ডেপুটি আপিস হতে অন্তঃপুরে এসে,
একেবারে গলে গিয়ে ফেলিলেন হেসে—
সার্থক জীবন যার, ঘরে হেন পরিবার ;
বারম্বার তিনি তার পানে
চাহিলেন,—(অকবি ঝি তবুও এখানে ?)

১২

যাহা হোক্! জলযোগে স্নিগ্ধ করি মন,
আসিলেন বহির্দেশে ; সেবি কিছুক্ষণ
তাম্বুল ও তাম্রকূটে, পরে
'চ্যার' হতে উঠে
উড়ুনি উড়ায়ে, গুটি-গুটি
চলিলেন হাওয়া খেতে—নবীন ডেপুটি।

১৩

প্রত্যহ সন্ধ্যায় হয় মুন্সেফবাবুর
বাহিরের ঘরে সভা, তথায় প্রচুর
তর্ক, পরনিন্দা চর্চা, (হয় যাহা বিনিখর্চা)
হয় তাহা সেথা প্রতি রাত্র ;
(তামাকের ব্যয় তাহে দু-ছিলিম মাত্র।)

১৪

তথায় বিচার করি বিবিধ চরিত্র ;
রমণী জাতির নানা সতীত্বের চিত্র ;
অমুকের ভুল রায় আপিলের পরীক্ষায়
যাহা প্রায় কখনো না টিকে ;
কি বলিয়াছিল শ্যাম দুকড়ির স্ত্রীকে ;

১৫

ইত্যাদি সমালোচনা, তর্ক, আবিষ্কার,
তুলনা, উপমা, যুক্তিখণ্ডন, বিচার,
নিষ্পত্তি, ব্যবস্থা, হাস্য—সঙ্গে নানা টীকাভাষ্য
সমাপ্ত হইলে সভাস্থলে,
সভাভঙ্গে, গাত্রোত্থান করেন সকলে।

১৬

তখন ডেপুটিবর উঠে ধীরি-ধীরি,
হরিকেন লণ্ঠন সাহায্যে বাড়ি ফিরি,
ভাত-ডাল-মৎস্যঝোলে—
(যাতে ঋষি-মন ভোলে,
কেন না সে প্রিয়ার রন্ধন)
খাইয়া স্বর্গীয় সুখে নিমগন হন।

১৭

ক্রমে পুন্নরক হতে ডেপুটির ত্রাণ ;
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রামে যান ;
প্লীহা ছুটি দরখাস্ত, (উপরে তা বরখাস্ত)
সেখানে যাপন চারি বর্ষ ;
কাজেই ডেপুটি হন ক্রমশ বিমর্ষ।

১৮

ক্রমে তাসক্রীড়াসক্ত, ক্রমে হল পাশা,
দেরি হত প্রায় তাঁর বাড়ি ফিরে আসা,
(১১, ১২টা কভু)—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে, হত বিসম্বাদ
বুঝে উঠা হত ভার কার অপরাধ ;—

১৯

স্বামী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, কার্যভারে নত ;—
কেবলি কি স্ত্রীপুত্রার্থে, নিত্য অবিরত,
দিবারাত্র, দিবারাত্র, করিবেন দাস্যমাত্র?
নিষিদ্ধ কি বিশুদ্ধ আমোদ?
স্বামীরা কি কুলি বলে পত্নীদের বোধ?

২০

স্ত্রী বেচারি, সারাদিন স্বামী-সহবাসে
বঞ্চিত, থাকেন সুদ্ধ রাত্রির প্রত্যাশে ,
তাতেও বিধির বাদ? এমনি কি অপরাধ
থাকিবেন একা দিবারাত্র?
স্বামীদের বিশ্বাস কি তাঁরা দাসীমাত্র?

২১

কান্নাকাটি, ভার মুখ ; পীড়ন. তাড়ন,
বাক্যালাপ বন্ধ? ক্রমে বিচিত্র বন্ধন ;—
ডালে নুন কম ; মাছে গন্ধ ; ঘৃত পচিয়াছে .
ধরিয়াছে দুধ ; এইরূপ
দুজনের অনাহার—দুজনেই চুপ।

২২

ক্রমে বাড়াবাড়ি ; শেষে করি অভিমান
পুত্রগণসহ পত্নী পিত্রালয়ে যান ;
যেন তার প্রতিশোধে.

ডেপুটিও মহাক্রোধে,
যান কোন বিনামা বসতি ;
অন্তিমে পাপীর যথা কাশীধামে গতি।

২৩

পরদিন মাথাধরা ; ভারি ডিস্পেপ্‌শিয়া ;
বিজৃম্ভন ; দিনে নিদ্রা আপিসেতে গিয়া ;
ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন,
বিকেলেতে শুয়ে রন
রাত্রে কাশীধামই ভরসা ;
বেগতিক ক্রমে-ক্রমে শরীরের দশা।

২৪

হইল ক্রমশ পদবৃদ্ধি ডেপুটির,
(যদিও সংখ্যায় নয়)—গেজেটে জাহির,
তিনি মহকুমা-পতি ; যান সেথা শীঘ্রগতি,
বেতনও একশত যোগ ;
অতুল প্রভুত্ব যেথা করিলেন ভোগ।

২৫

করিলেন নানাবিধ বিধান ডেপুটি—
রাত্রে সব মোকদ্দমা, দিনে সব ছুটি ;
ডিসমিস আবেদন, অষ্ট মাস পর্যটন,
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই ;
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই।

২৬

কেরানিমহলে তাঁর দেখে কে সুখ্যাতি।
আরো পদবৃদ্ধি তাঁর কুটুম্ব ও জ্ঞাতি,—
স্ত্রীপুত্র ও পরিবার, (বটে, কেহ নহে কার
রামমোহনের এই উক্তি)
একা তাঁর পুণ্যফলে সকলের মুক্তি।

২৭

এইরূপে করিলেন, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে,
বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে,
সপুত্রকলত্রকন্যা, ডেপুটির অগ্রগণ্যা
('অগ্রগণ্য' ব্যাকরণগত) সর্বাঙ্গ-
সুন্দর সৌগন্ধপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।

কলিযজ্ঞ

[অনুষ্টুপ ছন্দ]

ব্যারিস্টার-উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা ॥
আসিলা যে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মাদ্রাজি-উড়িয়া-শীক-বঙালি-চ দলে-দলে ॥
কাহারো পরনে কুর্তি,
কাহারো উড়ুনি উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্‌,
কাহারো সাহেবি ধড়া ॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ি
কাহারো পিছনে টিকি।
কাহারো উপরে ঝুণ্টি—কা কস্য
পরিবেদনা ॥
এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া—বাবা
লড়াই করিতে ফতে ॥
তন্মধ্যে মুখসর্বস্ব বাঙালি হি পুরোহিত!
রেজলুশন নির্মাণে বক্তৃতায় মহারথী ॥
এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইল বক্তৃতা শুরু।
ইংরাজের মহাকেচ্ছা
ইংরাজি রেজলুশনে ॥
ইংরাজিতে কথাবার্তা
ইংরাজিতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডেলের তলে আজি
ইংরাজিতে খই ফুটে ॥
বাহবা-বাহবা শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
বাহবা-বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥
এরূপ শুদ্ধ ইংরাজি এরূপ উপমাছটা।
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি
কাছাকাছি তো নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥
চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাটসাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্তা আতঙ্কে তো বিমূর্ছিত ॥

উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে দমে রাখা
দেখিতেছি অসম্ভব ॥
উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন ॥
লাটসাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট ॥
পরপ্রাত হতে রাজ্য আর্যজাতির সংস্থিত।
পরপ্রাত হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম সনাতন ॥
বিস্তীর্ণ আর্যসাম্রাজ্যে সবার সম্মতিক্রমে।
রেজলুশন নির্মাতা বাঙালি হইলা প্রভু ॥
আশ্চর্যরূপ রাজত্ব বাঙালির বলে সবে।
কেবল বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি ॥
একদা আসি আফগান
আক্রমিল হি ভারত।
মহাকাবু সবে খেয়ে বাঙালি বক্তৃতা-হুড়া ॥
তৎপরে রুশিয়া আসি
গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
বাঙালি-বক্তৃতাচোটে
করে দেশে পলায়ন ॥
বাঙালি বক্তৃতাশব্দে
কাঁপে ইংলন্ড-জর্মনি।
কাঁপে ফরাস-মার্কিন কাঁপে
সসাগরা ধরা ॥
ধন্য-ধন্য পড়ে গেল সর্বত্র এ মহীতলে;
ভরিয়া গেল এ দেশে মিটিং-রেজলুশনে ॥
একদা তু বঙালির হইল বড় মুশকিল।
কূটতর্ক উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে-ঘরে ॥
উঠিল কূটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে ॥
আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা-শব্দে করতালি চটাপট ॥
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে ॥

পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতাচোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥
বাঙালি মহিমাকীর্তিকলাপকাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

কর্ণবিমর্দন কাহিনী

[পজ্ঝটিকা ছন্দ]

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দনমর্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ-জন্য ?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদরচিহ্ন ;
তবু যদি সাহিব অল্পেসল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে ;
অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে—
কানমলা হয় গিলিতে হেসে।
বাবা সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে—
বিপুল-বিশাল-প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
হুজুর-হুজুর বলি জীবনমরণে
রব পড়ি ইন্দুনিন্দিত চরণে ;
—রহিও খুশি, ঘুষি আস্টা, রাগে
মেরোনাকো কেবল নাকে।
ও ঘুষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন ; শুনি শুধু ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ ;
ও ঘুষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে।
কানা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে।
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।

পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি।
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি!
শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে তো প্রভু অমিয়া বর্ষে।
বসিয়া বসিয়া নিজঘরমধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে-পদ্যে—
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুষি নিজহস্তে
মারা বেগে অরাতি-মস্তে" ;
জানোনা সে স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবাচেকা ;
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য,—
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য ?
না হইলে সমসসিঙ অবস্থা,
বাক্যে বীরত্বে হি অতি সস্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে ;
স্নানস্নিগ্ধি উদরটা, ঠেসে
ডালে-ভাতে করিয়া পূর্ণ
গণ্ডে পানে ভরিয়া তূর্ণ,
চাপ্‌কান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হে পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে-কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোনরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আমি—
রহি না ঘুষি-ফুষি কাছাকাছি।

দশ অবতার

হরি, মৎস্য অবতারে ছিলেন
জলে বাসা করি,
আর কূর্ম অবতারে পাঁকে পশিলেন হরি।
এলেন, বরাহাবতারে, উঠে জঙ্গল-ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হলেন
বিকাশ অর্ধনরে।
হলেন, বামনাবতারে নর—
খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্যে
স্থাপেন রাজত্ব।
হলেন, রাম অবতারে হরি—
প্রেমিক, ভক্ত, সৎ ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি
রচেন গীতা 'ভগবৎ'।
আর, বুদ্ধ অবতারে নিলেন
যোগধর্ম শিখি,
আর, কল্কি অবতারে হরি
রাখিলেন টিকি।
তবে, টিকি রাখি কর সবে জীবন সফল,
আর, একবার টিকি নেড়ে
"হরি হরি" বল।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে
"কেন মিছে আমারে জ্বালাও—

মরি নিজের জ্বালায়।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে
"এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে
আমার মোহনবেণু"
আর—রাধা বলে
"ওহো—শুনে আমি মরে গেনু।
আমায় ধরো-ধরো।"
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমায় সবে"
আর—রাধা বলে
"বটে! হল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্ আর খাওয়া-দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো"
আর—রাধা বলে
"তবু যদি না হতে মিশকালো—
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে!"
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে
"ঘুম হচ্ছে না! এ তো ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি!"
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি'
লোকে আমায় কয়"
আর—রাধা বলে
"লোকের কথা করো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার
কি রূপেরই ছটা"
আর—রাধা বলে
"হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে।"
কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার
কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—

সেটা বলতেই হবে।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা"—
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে।"
কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু"
আর—রাধা বলে
"হাঁ আজ সাবান মাখিনি তো তবু—
নইলে আরও সাদা।"
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে
রতি কোথায় লাগে"
আর—রাধা বলে
"এসব কথা বল্লেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত।"

Reformed Hindoos

যদি জানতে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos.
আমাদের চেনেনাকো যে,
Surely he is an awful goose :
কেন না, আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox
আমাদের food ;
কারণ, চলে মাঝে-মাঝে
'এটা, ওটা, সেটা' যখন
we choose ;
—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি
if you think,
তালে you are an awful goose.
আমাদের dress হবে English কি
Greek

তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা
বলে সব
superstitious ও obtuse,
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই
if you think,
তালে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint
as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengali-র
খিচুড়ি বানিয়ে
conversation-এ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি
if you think,
তালে you are an awful goose ;

মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friends-দের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse,
কিন্তু সামনে সেলাম না করি
if you think,
তালে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike the Hindoos,
the Buddhists,
the Mahomedans, Christians
& Jews ;—
কিন্তু ফলারে-ভোজে হিঁদু নই if you
think,
তালে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,

আর infant marriage,
আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views :
কিন্তু views মতে কাজ করি
if you think,
তালে you are an awful goose.

You are not far wrong
if you think,
যে আমরা করি একটু বেশি drink,
কিন্তু considering our
evolution-এর state,
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals, we care
a hang if you think,
তালে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চে বেশ,
যে আমরা neither fish, nor flesh ;
আমরা curious commodities,
human oddities,
denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের সময় সব টুঁ-টুঁs ;
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাতফের্তা

আমরা বিলাত-ফের্তা ক ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"
—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এসব সেকেল ধরন ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে"
ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিস্টার নামে রটি,
যদি "সাহেব" না বলে
"বাবু" কেহ বলে
মনে-মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট-বুট আর
প্যান্ট-কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি-কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো-মোজা,
দিদিমাকে
জ্যাকেট-কামিজ পরাই।

এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা-গাদা।

আমরা　বিলেতফের্তা কটায়,
দেশে　কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের　সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
　　সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা　সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পিচ　দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু　বিপদেতে দিই বাঙালিরই মতো
　　চম্পট পরিপাটি।

চম্পটির দল

চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশালরকম ভাবে।
আমরা কজন এইটি ভবে।
　　যদি কিছু দেশি রং
　　রেখেছি সায়েবি ঢং ;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ,
কি করব তা রবেই রবে।
　　ইংরাজিতে কহি কথা,
　　সেটা 'পাপা'র উপদেশ ;
হ্যাট্রা-কোট্রা পরি কেন—
　　কারণ সেটা সভ্য বেশ ;
　　চক্ষে কেন চশমা-সাজ?—
কারণ সেটা ফ্যাশন আজ ;—
　　চশমাশূন্য ছাত্রমহল,
কোথায় কে দেখেছে কবে।
　　বঙ্গভাষা কইতে শিখছি,
বছর দুত্তিন লাগবে আরো ;
　　তবে এখন কইছি যে,
সে তোমরা যাতে বুঝতে পারো
　　　টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
　　　কারণ সে সাহেবিয়ানা ;
　　খাই বা যদি শাক-চচ্চড়ি
　　টেবিলেতে খেতে হবে।

ইউরেশিয়ান ছেলে-মেয়ে
তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যায় বাড়ছি
বিনা কোন পরিশ্রমে ;
জানিনা কি হবে শেষে,
কোথায় বা চলেছি ভেসে ;
মাঝিশূন্য নৌকার উপর
ভেসে যাচ্ছি ভবার্ণবে।

নতুন কিছু করো

১

নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো,
কানগুলো সব ছাঁটো ;
পাগুলো সব উঁচু করে,
মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও,
ডিগবাজি খাও, ওড়ো ;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—
পাগুলো সব ছোঁড়ো ;
ঘোড়াগাড়ি ছেড়ে এখন
বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

২

ডাল-ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শিগগির ধুতিচাদরনিবারণী সভা ;
প্যান্ট পরো, কোট পরো,
নইলে নিভে গেলে ;
ধুতিচাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট-চপ্ ধরো ;
—নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

৩

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো
আমরা যেন নেহাইত খাটো
হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা
খুব খানিক লেখো ;
বেন্, মিল্ ছাড়ো,
আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

৪

আর কিছু না পারো,
স্ত্রীদের ধরে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে
নাচো ভালো আরো !
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার,
যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো,
কিছু রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

৫

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই
নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
মরবে, না হয় মরবে,—
একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো,
কিম্বা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।

হলো কি

১

হলো কি! এ হলো কি!—
এ তো ভারি আশ্চর্যি!
বিলেত-ফের্তা টান্‌ছে হুক্কা,
সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।
হোটেলফের্তা মুন্সেফ ডাকছেন
"মধুসূদন কংসারি"!
চট্টু চটির দোকান খুলে
দস্তুরমত সংসারী!

২

ছেলের দল সব চশমা পরে
বসে আছেন কাটখোট্টা;
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে,
বাঙালি 'নেক্‌টাইহ্যাট্‌কোট্টা';
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মতো,
ছেলেবেলায় খাননি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে
বিড়াল বসছেন আহ্নিকে।

৩

পদ্য-গদ্য লিখছে সবাই,
কিনছেনাকো কিন্তু কেই;
কাটছে বটে—পোকায় কিন্তু,
আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি
বাড়ছে লম্বা-চওড়াতে;
বিদ্যারত্ন দরকার সুদ্ধ
বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

৪

পুরুষরা সব শুনছে বসে,
মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে;
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে,
শুনে তা পিলে চমকাচ্ছে।

রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত,
প্রজা হচ্ছে জবদ্দার ;
মুনিব করছে 'আজ্ঞা-হুজুর,'
চাকর কচ্ছেন 'খবদ্দার'।

৫

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে
নাচছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে ;
শাস্ত্রিবর্গ আর কোনই শাস্ত্রের
ধারেন না একবর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে
বেশি মাত্রায় কর্ণধার।

নবকুলকামিনী

কটি নবকুলকামিনী।
অন্ধকার হইতে আলোকে।
চলেছি মন্দগামিনী।
জানি জুতো, মোজা, কামিজ পরিতে ;
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে ;—
'পারতপক্ষে' উপর হইতে
নিচের তলায় নামি নে।
গৃহের কার্য করুক সকলে—
খুড়ি, জেঠি, পিসি, মাসিতে ;
আমরা সবাই, নব্য প্রথায়,
শিখেছি হাসিতে-কাশিতে ;
করিতে নাটক-নভেল শ্রাদ্ধ ;
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে,
ঘুরিতে, দিবস-যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া
আনুক অর্থ পতিরা ;

রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া,
বাধিত করিতে সতীরা ;
বিলাতি চলন, বিলাতি ধরন,
আমরা করিতেছি অনুকরণ ;
যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার
চাই তো যোগ্য ভামিনী।

পাঁচটি এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা,
আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি
ভবসিন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল-গেলাস—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্র্যান্ডি মোদের রাজা,
আর শ্যাম্পেন মোদের রানী ;
আমরা করিনে কাহারে ডর,
আমরা করিনে কাহারো হানি ;
আমরা রাখিনে কাহারও তক্কা,
আমরা করিনে কাউরে কেয়ার ;
এ ভবমাজে সবাই ফক্কা—
জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা,
আব সাগরজলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে
হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হলেনাকো কবি,
হল সেক্সপিয়ার ?
আর সে-সব কথা কাজ কি বলে ;—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—
বল দেখি দাদা !—

কারণ, দেবতা খেত লাল পানি,
আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ্
আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
মোদের দিওনাকো কেউ গালি,
মোদের করোনাকো কেউ মানা
আমরা খাবনাকো কারো চুরি করে
দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু, লুঠিব একটু মজা,
শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধুত নাচিব একটু, গাইব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না

নাঃ !— এ জীবনটা কিছু নাঃ !
শুধু একটা "ইঃ" আর একটা "উঃ",
আর একটা "আঃ" !
এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ !
সবই বাড়াবাড়ি,
আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এসব করোনাকো, খাসা বসে থাক,
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা ;
—আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।
কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
আর গালাগালি, আর দোষাদোষি ?
কর হাসাহাসি, ভালোবাসাবাসি,
আর বসে, গোঁফে দাও তাঃ,—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,

আর সবাইকে বল 'বাঃ'।
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
এত বকাবকি, চোকরাঙারাঙি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়ভাঙাভাঙি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই-ঢাই'—
আর সদাই 'বাপ রে মাঃ' ;
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ-হোঃ-হোঃ, হিঃ-হিঃ-হিঃ, হাঃ ;
—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

যায় যায় যায়

ওই যায় যায় যায়,—
পড়ি এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—
ভেঙেচুরে, ভেসে যায়।
ওই যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়,
ভোলানাথ চিৎ ;
ওই যায়—দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ,
হয়ে যায় রে 'মিথ্'
ওই যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বরমাত্র ; দিবারাত্র
টানাটানি তাঁরেও শেষে।
ওই যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—
তার সঙ্গে মিশি
ওই যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন,
ব্যাস, নারদ ঋষি ;—
ওই যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা,
সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি,—
রইল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা,
রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ওই যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র,

শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ওই যায়—গীতামর্ম, ক্রিয়াকর্ম,
হিন্দুধর্ম উড়ে ;
রইল শুধু—গ্যেটে, শিলার, ডারুইন, মিল,
আর—ছেলের খরচ
মেয়ের 'বিয়া' ;
রইল শুধু—ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ,
জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

বলি তো হাসব না

বলি তো হাসব না, হাসি
রাখতে চাই তো চেপে ;
কিন্তু, কি ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে,
যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত-মস্ত বীর ;
যবে সব কলম ধরে, গলার জোরে
দেশোদ্ধারে ধায় ;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে,
হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রিবর্গ
টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;
একটু 'গ্যানো' পড়ে কেহ
চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে ;
কোর্তে 'একঘরের' মস্ত বন্দোবস্ত
ব্যস্ত কোন ভায়া ;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভরে
ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে
বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত
ধর্ম ভাঙে-গড়ে ;

যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মত্তাষণ্ড
পরেন হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে
রাখতে পারে কোন্....

বদলে গেল মতটা

১

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত,
খ্রিস্টিয় এক নারীর প্রতি
হলাম অনুরক্ত ;—
বিশ্বাস হল খ্রিস্টধর্মে—
ভজতে যাচ্ছি খ্রিস্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা
পদাঘাত এক পৃষ্ঠে!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়।

২

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম
সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষুবোজা ভিন্ন নাইকো
অন্য কোনই কষ্ট —
কচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে,—
এমন সময় বিয়ে হয়ে
গেল হিন্দু form-এ ;
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়।

৩

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে
মিশলাম গিয়ে রঙ্গে
Hume ও Mill ও Herbert Spencer
পড়তে লাগলাম সঙ্গে ;

ভেসে যাবো যাবো হচ্ছি
Fowl ও Beef-এর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর
গুটিকতক কন্যায়!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়।

৪

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer,
Bain ও Mill-এর চর্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—
অন্তত নিজের খর্চায় ;
বুঝছি বসু ঘোষের কাছে
হিন্দুধর্মের অর্থে,—
এমন সময় পড়ে গেলাম
Theosophy-র গর্তে!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়।

৫

সে ধর্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ব কর্ব রকম কচ্চি বোধগম্য ;
মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে
সবারই মত বদলায়।

নন্দলাল

১

নন্দলাল তো একদা একটা
করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক,
রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি,
কর কি, নন্দলাল?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া-বসিয়া
রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে
আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা
বাহবা বাহবা বেশ!

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে,
দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল যাও না নন্দ
কর না ভায়ের সেবা!
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য
জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা
দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
ভেবে দেখি চারিদিক' ;
তখন সকলে বলিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ
তা বটে, তা বটে, ঠিক!

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা
কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে-পদ্যে
বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য

নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়,
খায় তার দশ গুণ!—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা
ও সন্দেশ থাল-থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা—
বাহবা নন্দলাল!

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক
সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার
টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল 'আ-হা-হা! কর কি,
কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে
আমি যদি মারা যাই?
বল ক-বিঘৎ নাকে দিব খত,
যা বল করিব তাহা ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা
বাহবা বাহবা বাহা।

৫

নন্দ বাড়ির হত না বাহির,
কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন
উল্টায় গাড়িখানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ,
রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর
গাড়ি-চাপা-পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে
রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ,
বেঁচে থাক্ চিরকাল।

হিন্দু

১

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজিকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাত্রি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগি খাইনা, কেননা পাইনা!
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জান তো আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইকো অরুচি।
এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো!
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।

২

আহা! কি মধুর টিকি, আর্য ঋষি কি
(এই) বানিয়েছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ) চতুর্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কম্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ সেসব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মিগুলি-এ!

৩

লয়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুনে,
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!
তবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল,
(আর) রবেনাকো ভব-ভাবনা।
দেখ হরির কৃপায় দশজনে খায়
(তবে) আমরাই কেন খাবনা।

কবি

১

আমি একটা উচ্চ কবি,
এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল
আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে
বিধাতার হাত ফস্‌কে!
(কোরাস্) মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ
'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখছি যে সব কাব্য
মানবজাতির জন্যে,
নিজেই বুঝিনা তার অর্থ,
বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং
আজকাল যা সব লিখছি;
সেসব থেকে মাঝে-মাঝে
আমিই অনেক শিখছি।
মর্ত্যভূমে....

৩

আমার কাব্যের উপর আছে
আমার অসীম ভক্তি:
আমি তো লিখছিনা সেসব,
লিখছেন বিশ্ব-শক্তি:
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি
কাব্য বস্তা-বস্তা,—
পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।
মর্ত্যভূমে....

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে
বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইকো বড় বেশি নূতনত্ব)

যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
আমি না বোঝালে তাহা
কজন বুঝতে পার্ত?
মর্ত্যভূমে....

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক,
ভো-ভো ভক্ত শিষ্য!
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে
এখন একটু ভাব্‌ব।

চণ্ডীচরণ

১

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার ;
এম্নি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম ব্যক্ত,—
দিনের মতো জিনিস হত
রাতের মতো অন্ধকার,
জলের মতো বিষয় হত ইটের মতো শক্ত।
(কোরাস্) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ
লিখছে বেশ! হাঃ হাঃ হাঃ
যা হোক তোরা নিজের নিজের
ঘটিবাটি সাম্‌লা!

২

বাহির কর্তেন বসে-বসে
আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতাব ;
চুলটি চিরে দু-ভাগেতে
কর্তেন তিনি কর্তন।
বুঝতনাকো কেউ তা কিছু,
এইটেই যে দুঃখ তার—
অন্তত হত না কারও মতের পরিবর্তন।
সবাই বল্লে....

৩

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে
পড়ে গেল ঢিড্‌ঢিকার ;
লিখতেনি তিনি অবারিত
অতি চাঁছা গদ্যে ;
বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেন্সার,
ওয়বেস্টার কি বিড্‌ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি
অধ্যায়েরই মধ্যে ;
সবাই বল্লে....

৪

রইলনা কারো সন্দেহ
সংসারটা এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়লনাকো
ব্যবসা কি নক্‌রি ;
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে
ধর্লে মাংস রক্‌মারি
—"ফাউল-বিফ্ ও মটন-হম্
ইন অ্যাডিশন টু বক্‌রি।
সবাই বল্লে....

৫

নিজের বিষয় পরকে দিয়ে
হলোনা কেউ ভেক্‌ধারী,
নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো
করেনা কেউ বিশ্বাস ;
দেখে-শুনে চণ্ডীচরণ হয়ে শেষে দেক্‌দারি,
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা
ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস।
সবাই বল্লে....

স্ত্রীর উমেদার

১

যদি জানতে চান আমি
ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি রং,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং ;
শোন—তাতে আমার আসে-
যায়নাক অধিক,
চলতে জানে যদি, বাঁচিয়ে কদিক,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে ও হতভাগা!
তা হলে হাঃ-হাঃ—
সে তো সোনায় সোহাগা!

২

কপাল একরত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জারাক্ষী—
তা খুব যায়-আসেনা, আমার এ মত।
যদি স্বামীরে কটু সে কয়নাকো বেজায়,—
কথায়-কথায় পিতৃগৃহে সেনা যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!'
তা হলে হাঃ-হাঃ—
সে তো সোনায় সোহাগা!

৩

বিম্বাধরা হোক কি কাফ্রিবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনিজি নাক ;
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—

"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হলে হাঃ-হাঃ—
সে তো সোনায় সোহাগা!

৪

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক,
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা ;
সর্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক ;—
যদি রাখে না খোঁজ স্বামী
খায় ভাঙ কি চরস,
ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হলে হাঃ-হাঃ—
সে তো সোনায় সোহাগা!

৫

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই-একখানা চায়,
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;
যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরন,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হলে হাঃ-হাঃ—
সে তো সোনায় সোহাগা!

যেমনটি চাই তেমন হয়না

১

দেখ গাঁজাখুরি এই ব্রহ্মার সৃষ্টি
বিশৃঙ্খলা বিশ্বময়—না?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি,

আর যখন চাই বৃষ্টি—তা হয়না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামি পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতার্থ ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।

২

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে-গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয়না
চাই বেশির ভাগ পুত্র ও
অল্পর ভাগ কন্যা ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।
আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে
হয়ে যায় সস্তা ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।

৩

আমি চাই চিরযৌবন, আমার
কেমন বাত্তিক!
তা যৌবনটি বাঁধা তো রয়না!
চাই ধনে হই কুবের, আর
রূপে হই কার্তিক ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর
চাইনাকো দুঃখ ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।

৪

আমি চাই আমার গুণকীর্তন
গায় বিশ্বসুদ্ধ ;—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না ;
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হয় ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।

আমি চাই রেলে সাহেবগণ
হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিস—
কিন্তু হা অদৃষ্ট!—
তা যেমনটি চাই তেমন হয়না।

কি করি

দিন যে যায়না, কি করি!
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হয়ে
হাঁপিয়ে মরি ?
তাস খেলার প্রবল তোড়ে,
ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা ওঠে,
ছক্কার উপর ছক্কা ধরি ;
তবু দিন যে যায়না কি করি!
দাবা খেলি হয়ে কাত,
বাজির উপর বাজিমাত ;
পাশা খেলে মাজায় বাত,
চিত হয়ে নভেল পড়ি ;
তবু দিন যে যায় না কি করি!
পরনিন্দা নিয়ে আছি,
দলাদলি পেলে নাচি :
কাটে যদি দিবা, তাহে
কাটেনাকো বিভাবরী ;—
আমার দিন যে যায়না কি করি!
গাঁজা-গুলি চরস্‌-ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিম্বা ব্রান্ডি-হুইস্কি-'বিয়ার'
কিম্বা তাড়ি ধানেশ্বরী ;—
নইলে দিন যে যায়না কি করি!
কর্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা
দিনটাকে কি এত লম্বা

–আর জীবনটাকে এত ছোট যে,
দুদিন যেতেই 'বল হরি' ;—
আমার দিন যে যায়না কি করি!

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি
আগে সেটা জানত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট,
তারপরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে-সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য-নিত্য
ক্ষুধায় জ্বলে যায় যে পিত্ত ;
খেতে বসলে চর্বণ কর্তে-কর্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য,
খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;—
পান্ত আনতে লবণ ফুরায়,
লবণ আনতে পান্ত।
দিনে গা গড়াবামাত্র,
বসে মাছি সর্বগাত্র,—
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্যার অর্ধরজনীতে গয়নার ফর্দ,
নাসিকা ডাকা পর্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত!
কিনিলেই কোনও দ্রব্য,
দাম চাহে যত অসভ্য ;
রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দান্ত ;
বিয়ে কল্লেই পুত্রকন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা ;
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্বস্বান্ত।

প্রেমবিষয়ক

(প্রেমতত্ত্ব)

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকেনা future-এর চিন্তা,
থাকে নাকো shame,—
তারেই বলে প্রেম।
যখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ ;
যখন past all surgery আর যখন
past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে
যখন ভারি tame ;—
তারেই বলে প্রেম।
দুপুর-রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি, রোদ্দুর—
when it doesn't care a pin ;
হোক সে কাফ্রি কিম্বা ম্যাম,
মুচি, মুদি, মুদ্দফরাস,
when it doesn't care a
'damn' ;
Blind কি bald, deaf কি dumb, কি
hunch-back কিম্বা lame!—
তারেই বলে প্রেম।
রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড়, বন কি বাঘ কি ভাল্লুক,
when it doesn't care a hang ;
কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক,
ঠাট্টা হোক কি নিন্দা হোক,
when it doesn't care a kick!
মরি কিম্বা বাঁচি,
when it is very much the same—
তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হল,
ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হয়ে গেলাম,
বলব তা কাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

এমনি হল আমার স্বভাব,
যেন বা খাঞ্জাখাঁ নবাব ;
নেইকো আমার কোনই অভাব ,
পোলাও-কোর্মা-কোপ্তা-কাবাব্
রোচেনাকো আহারে ,
—ভাবলাম বাহা-বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন
ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূর থেকে দেখব শুধু,
শুঁকব শুধু গন্ধটুক ;
রাখব জমা প্রেমের খাতায় ;
খরচ মোটে কর্‌বোনা তায়,
রাখব তারে মাথায়-মাথায়,
বুজব নাকো আঁখির পাতায় ;—
হারাই পাছে তাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শঙ্কা হত প্রিয়া পাছে
কখন করে অভিমান,
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান ;
নকলনবিশ প্রেমের পেশায়,
হয়ে রইতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়,
খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—
মরি মরি আহা রে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে চাঁদের করে
নেহাতই প্রিয়া তৈরি নন,
বচন-সুধায় যায়না ক্ষুধা,
বরং শেষে জ্বালাতন,
যদি একটু দাবাখেলায়,
আসতে দেরি রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরুচেলায়,
পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে
হলো আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয় ;
বরং শেষে মাথার রতন
নেপ্টে রইলেন আঠার মতন ;
বিফল চেষ্টা বিফল যতন,
স্বর্গ হতে হল পতন—
রচেছিলাম যাহারে।
—ভাবলাম বাহা-বাহা রে।

নতুন চাই

পুরানো হোক ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন
নইলে কারো চলেনা ;
নিত্যই পোলাও কোর্মা আহার
বল ভালো লাগে কাহার ?
আমার তো তা দুদিন পরে
গলা দিয়ে গলেনা।
দুচার বর্ষ হলে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পতিত ;

নইলে সে উর্বরা হলেও
বেশিদিন আর ফলেনা ;
নিত্যই যদি কার্য না পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই-হাঁফাই ;
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও
কেউই কিছুই বলেনা।
ক্রমাগত টপ্পা-খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর-শেয়াল ;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও
তাতে মন আর টলেনা ;
এক স্ত্রী নিয়ে হলে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু-চারবার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন
প্রেমের আগুন জ্বলেনা।

এস-এস বঁধু এস

এস এস, বঁধু এস! আধ ফরাসে বস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি-দড়ি
(তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি ;
তুমি চিঁড়ে নও বঁধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি-গুড় মেখে (বঁধু হে)।
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা-হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে!

নয়নে নয়নে রাখি

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা-ঢাকা হন অমনি বঁধু,
একটু যদি মুদি আঁখি।

একটু যদি ফিরে তাকাই,
একটু ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হয়ে
আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি!
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে
কখন বঁধূর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অঞ্চলের নিধি
অঞ্চল থেকে খসে পড়েন ;
তাই যদি তার হেলায়-ফেলায়
আসতে দেরি রাত্রিবেলায়,
বকে-ঝকে কেঁদে-কেটে,
কুরুক্ষেত্র করে থাকি।

সবই মিঠে

আমার প্রিয়ার হাতেব সবই মিঠে।
তা, রং হোক, মিশমিশে বা ফিটফিটে
মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়নাগুলি,
মিষ্টি চুড়ির ঠুনঠুনিটে ;
যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময়
ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে।
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি
তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে ;
আর—সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন
দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে।
আহা!—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও
মিষ্টি যেন গিটে-গিটে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি,
আহা যেন পুলিপিটে!
আহা! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
প্রিয়ার হস্তের কানুটিটে ;
মধুর সবচেয়ে তাঁর সম্মার্জনী—
আহা যখন পড়ে পিঠে!

আমরা ও তোমরা

১

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—

আর তোমরা বসিয়া খাও।

আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি—

আর তোমরা নিদ্রা যাও।

বিপদে-আপদে আমরাই পড়ে লড়ি,

তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি

অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কি চড়ি—

দ্রুত চম্পট দাও।

২

সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,—

আহা! যেন কতকাল চেনা ;

তোমরা দোকানি, সেক্‌রা, পসারী ডাক—

আর আমাদের হয় দেনা।

সুখেতে-সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি,

—নবকার্তিক আর কি!— আদরে গলি,

"প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ" বলি

কৃতার্থ করে দাও!

৩

তোমরা অবাধে যা খুশি বলিয়া যাও—

ভয়ে ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই ;

আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,

সদা সেই ভয়ে সারা [illegible]।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি—

আমরা যেন বা কতই না অপরাধী ;

পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,

তবু ফিরে নাহি চাও।

৪

আমরা বেচারি ব্যবসা, চাকরি করি—

আর তোমরা কর গো আয়েস ;

আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই—

আর তোমরা খাও গো পায়েস।

তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত

কার্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,

অবহেলে চলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

৫

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
রোজ জ্বালাতন হয়ে মরি ;—
তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয়না, থাক
কেশবিন্যাস করি।
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ-বিশ ভরি,
বোম্বাই-বারাণসী বছর-বছরই.
তবু মন উঠেনা ও।

তোমরা ও আমরা

১

তোমরা হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াও সুখে,
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘবেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক হই ;—
আপিসে কাটাও তামাক, গল্পগুজবে,
পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুঝাবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
(শেষে) করে গোটাকত সই।

২

দুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,
(আর) মোরা খাই তার দহি ;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ি ফেরো,
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে, আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?

৩

তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই ব্যস্—
(যাও) বসগে হাত-পা ধুয়ে ,

আমরা তা বেশ নেড়েচেড়ে দেখি, কিছু
(তার) থাকেনা তো দিয়েথুয়ে।
তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবি ;
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
(শুধু) অন্ন-বস্ত্র বই।

৪

তোমরা শহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে
(তবু) সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;
তোমাদের চাই মেজ্-সেজ্, খাস-কামরা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত-না-মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা
(বুঝি) সে সময় কেহ নই।

৫

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
(তার) যাতনা আমরা সহি ;
পুত্র-সাধটি তোমরা করিতে আগে,
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া
ভাঙিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
(তার) বকুনি আমরা সহি।

চাষার প্রেম

১

ওই যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই
ডোবার ধার দিয়ে,
ওই আঁবগাছগুলির তলায়-তলায়
কাঁকে কলসি নিয়ে।
সে এমনি করে চেয়ে গেল
শুধু মোরই পানে,

আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—
ঠিক এ—এইখানে।
তার রং বড্ডই ফর্সা,
তারে পাব হয়না ভরসা,
তার জন্যে যে কচ্ছে রে
মোর প্রাণ আনচান।

২

ও, পরনে তার ডুরে শাড়ি
মিহি শান্তিপুরে ,
—ওই শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই
শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষুদুটি ডাগর-ডাগর,
যেন পটল-চেরা ;
আর গড়নটি যে—কি বলব ভাই
—সকলকার সেরা।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

৩

ওই, হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা
পায়ে বাঁকা মল ;
তার মুখখানি যে একেবারে
কচ্ছে ঢলঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা
কপালটি একরত্তি
এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
আগাগোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

৪

তার এলো চুলের কিবে বাহার
—আর বলবো কি রে ;
—তার হেঁটুর নিচে পড়েছিল
—মিথ্যে বলিনি রে ;
মুই মিথ্যে কইবার নোক নই রে
—করিনিও ভুল ;
ও তার হেঁটুর নিচে চুল,

ও রে তার হেঁটুর নিচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

৫

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
গোল-গোল যে তার ঢং ;
আর কি বলব মুই ওরে লেতাই
কিবে যে তার রং!
সে এমনি করে চেয়ে গেল,
করে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায়
মেরে গেল নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

বুড়ো-বুড়ি

বুড়োবুড়ি দুজনাতে
মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব,
বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হত যখন ঝগড়াঝাঁটি,
হত প্রায়ই লাঠালাঠি ;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি,
পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলে,
কোথা বুড়ো গেল চলে,
বুড়ি তখন বুড়োর জন্যে
কস্রে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছরখানেক পরে
বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ি তখন রেঁধেবেড়ে
তাকে ভারি খুশি রাখত।
ঝগড়াঝাঁটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ি দিত দাঁতে মিশি,
বুড়ো গায়ে সাবান মাখত।

তুমি বুঝি মনে ভাব

তোমায় ভালোবাসি বলে
তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি
না দেখিলে মরে যাব ?
ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি,
উননে উঠবেনা হাঁড়ি ;
বৈদ্যেতে পাবেনা নাড়ি, এমনি,
অন্তিম দশায় খাবি খাব।
এখানে ইস্তফা তবে,
যা হবার তা হয়ে গেল ;
তুমি যদি আমায় ভালো
না বাস তো বয়ে গেল।
ডাকলে তোমার পাইনে সাড়া,
নেই কি কেউ আর তোমা ছাড়া ?
এই গোঁফজোড়াতে দিলে চাড়া
তোমার মতো অনেক পাব।

·

বিরহ-তত্ত্ব

বিরহ জিনিসটা কি
নাই রে নাই রে আর বুঝিতে বাকি !
যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য
বাজার-খরচ ফর্দ কবি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুনিয়া লও—
তখন কাতরভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
—যদিও, রন্ধনের তারতম্য
তাতেও বড় হয়না ;
দু-সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয়না-সয়না ;
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,

ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবি রে তখন তোমায়
আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

১

পার তো জন্মো না কেউ,
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও তো সামলাতে
পাবেনাকো তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায়
আমার জন্ম হইল ;
তাই দিলে মোরে, কালো করে,
রোদে ধরে
মাখিয়ে-মাখিয়ে তৈল।

২

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে,
দিলনাকো মায়ের দুধ,
করে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু,
খাইয়ে-খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়—
বাবার সেই আটটা শালায়,—
হতে না হতে বড়, দিয়ে চড়
পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

৩

দেখে মোর গুরুমশয় (যেন কশাই)
বিদ্যেয় খাটো শর্মা রে,
করে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে-পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে,
স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;

দিল মোর চাকরি করে তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা,
কনের দরও চড়ে গেল।
হায় গো! বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট,
রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেললাম বলে জন্মে ভুলে
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

বিলেত

১

বিলেত দেশটা মাটির,
সেটা সোনার-রুপোর নয়;
তার আকাশেতে সূর্য উঠে,
মেঘে বৃষ্টি হয়;
তার পাহাড়গুলো পাথরের,
আর গাছেতে ফুল ফোটে;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা
করছনাকো মোটে;
কিন্তু এসব সত্যি, এ সব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই
তোমরাও যদি দেখতে, তালে
তোমরাও বলতে তাই।

২

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয়নাকো
টিয়াপাখির ছা।
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর
চারটে-চারটে পা।
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়,
আর মাথাও নয়কো পিছে;

—তোমরা অবাক্ হচ্ছ, বোধ হয়
ভাবছো এসব মিছে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তালে
তোমরাও বলতে তাই।

৩

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ,
আর ওই মেয়েগুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান-বুড়ো-কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথাগুলো সব উপরদিকে,
পাগুলো সব নিচে ;
—তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয়
ভাবচ এসব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তালে
তোমরাও বলতে তাই।

৪

সেথা বসনভূষণ কমতি হলে
স্বামীকে স্ত্রী বকে ,
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে,
'বাসি' হলেই টকে ;
আর আমোদ হলে হাসে তারা
দন্ত করে বাহির ;
তোমরা ভাবছ করছি আমি
মিথ্যে কথা জাহির ;
কিন্তু এসব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তালে
তোমরাও বলতে তাই।

৫

তবে কি না, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি ;

কাজেই—একটু সাহেবিরকম
তাদের রীতিনীতি।
আর ওই করে শুধু সাদা হাতে
চুরি-ডাকাতি সে ;
আর স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাত, এই তফাত,
এই তফাতমাত্র, ভাই,
আর আমাদেরও সঙ্গে তাদের
বিশেষ তফাত নাই।

বর্ষা

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপটাপ ;
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপঝাপ ;
প্রবল ঝড় বহে—আম্র-কাঁটাল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধুপধাপ।
বজ্র কড়কড় হাঁকে ;
গিন্নি শুয়ে বৌমাকে
"কাপড় তোল্ বড়ি তোল্" ঘন হাঁকে ;
অমনি ছাদের উপর দুপদাপ।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরতে না পেয়ে, রেগে
ঘরের ভিতরে করে হুপহাপ।

ছুটিল "এ কি হল" ভাবি,
ঊর্ধ্বলাঙ্গুল গাভী ;
এ-সময়ে মুড়ি দিয়ে রেকাবি-রেকাবি
ফুলুরি খেতে হয় কুপকাপ।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;
রাস্তা কর্দমে পোরে ;

ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছলে পড়ে সবে টুপটাপ।

ভিজেছে নির্ঝুম শাখি,
শালিক-ফিঙে-টিয়া পাখি,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী-
ঘরেতে বসে আছি চুপচাপ।

কোকিল

আছে একটা ভারি কালো পাখি,
ও তার আছে দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাল্গুন-চৈতে তার
কু-অভ্যাস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা-হুতাশ' করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে ;
'প্রাণকান্ত' বিনে সে পাখির স্বরে.
তাদের জীবনটা ঠেকে
(কেমন) ফাঁকা-ফাঁকা ;
ও সে পাখি বড় সর্বনেশে,
গোল বাধায় ফাগুন-চৈতে এসে ;
ভাগগিস নয় সে পাখি বারোমেসে,
নইলে মুশকিল হত বেঁচে থাকা।

শেয়াল

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
আর সে নিজে বসে বেড়ে,
টাকাকড়ির চিন্তা ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মুখ করে)

—এই পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া,
ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

শালিক পাখি

আমি একটি শালিক পাখি—
(আমার) কাজকর্ম সবই চালাকি,
বেড়িয়ে বেড়াই চালে-চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।
পাপিয়া গায় "পিউ" গানে ;
কোকিল জানে "কুহু" তানে ;
চাতক স্রেফ "ফটিকজল" জানে ;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।
ধ্রুপদ-খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে,
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা-কীর্তন লাগে নাকি ?
বাজায় বীণা যত মূর্খ,
বেণুর স্বরটা নেহাইত রুক্ষ ;
(বুঝলে না কেউ এইটেই দুঃখ!)
(হায় রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি।
হয়ে পাকে কৃতবিদ্য,
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বৃদ্ধ
কোকিল বেণু-টপ্পাসিদ্ধ,—
(তবে) হল শালিক নিয়ে ছাঁকি।
[তান] ঘুনি কট্‌কট্‌ কচকচ কিচিমিচি
কক্যো কক্যো ড্যাপ ড্যাপ
প্রিং প্রিং—

বানর

১

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়

সভ্যতার সে ভাতি রে।

ব্যাপ্ত ভারতে অদ্য নিবিড়

বর্বরতার রাতি রে।

মানেনাকো কেউ এখন—বুঝছ

—সনাতন, সুন্দর ও পূজ্য

(বাকি বিশেষণ রহিল উহ্য)

সভ্য বানরজাতি রে।

২

করে না শাস্ত্রে নব্যহিন্দু

বিশ্বাস আর তো একবিন্দু

ছাড়েনাকো দুটো রম্ভাও

আর বানবজাতির খাতিরে ;

কোথা থেকে আর মিলবে রম্ভা

খেয়ে ফেলে সব সাহেব শর্মা

যত বর্বর ও নিষ্কর্মা সব

বানর বিলাতি রে।

জগৎ

ভূচর খেচর এবং জলচর,

দেব-দৈত্য গন্ধর্ব কিন্নর

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ;—

মাতগ কুরগ পন্নগ উরগ

ভুজগ পতগ বিহগ তুরগ,

ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর ;—

যে আছ যেখানে, তুলে দুটি কানে

শোন এই গানে,

কিন্তু তার মানে, কি হলে কে জানে—

ঘোরে জগৎ চরকার সমান,

মদ্য থেকেই সদ্য প্রমাণ,

এইটে নিয়ে কেন সবাই

ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

পৃথিবী

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিন।
দিনের পরে রাত্তির আসে,
রেতের পরে দিন।
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম,
শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;
একের পিঠে দুয়ে বারো,
দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া,
আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতির উপর হাওদা আবার,
ঘোড়ার উপর জিন।

সংসার

১

হায় রে সংসার সবই অসার,
বিধির মহাচক্।
অস্তির চাইতে নাস্তি বেশি,
সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা-বস্তা পাপের মধ্যে
কতটুকু পুণ্য ॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশি,
স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম
কতটুকু বিন্দু ॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশি,
ধর্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশি,
পূজার চাইতে মন্ত্র ॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশি,
মণির চাইতে কর্দম।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্যার
তর্জন গর্জন হর্দম ॥

২

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—

ব্রহ্মার থলি ফর্সা।

রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা ॥

বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো

ভার্যার চাইতে ভর্তা বড়,

ভর্তা বাড়ির কর্তা।

কিন্তু রন্ধনাদি কার্যে

ভার্যা ভর্তার ভর্তা ॥

শক্তির চাইতে ভক্তি বড়,

শক্তের নিজের শক্তি।

ভক্তের জন্য শক্তি জোগান

মহত্তর ব্যক্তি ॥

পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়,

যে স্ত্রীর নাইকো ভগ্নী।

সে স্ত্রী পরিত্যজ্য ও তার

কপালেতে অগ্নি ॥

৩

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো,

ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।

দাস্যের চাইতে অনেক ভালো

গলে রজ্জুবন্ধন ॥

মুক্তশত্রু বরং ভালো,

নয় তা ভণ্ড মিত্র।

আসল প্রেমের চেয়ে ভালো

কাব্যে প্রেমের চিত্র ॥

গুপ্ত প্রেমের পরিণামে

আছেই আছে শাস্তি।

বিবাহ যে করে মূর্খ সে

যৎপরোনাস্তি ॥

পত্নীর চাইতে কুমির ভালো

—বলে সর্বশাস্ত্রী।

কুমির ধল্লে ছাড়ে তবু

ধর্লে ছাড়ে না স্ত্রী ॥

পূর্ণিমা মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ
আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট-বড়,
এইখানেতে হয়ে জড়ো,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে
কর্তে হবে কালহরণ।
হোকনা, ধনি-গরিব বড়-ছোট
সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবেনাকো ঐতিহাসিক
গবেষণার কোন ক্লেশ ;
হেথায়, হবেনাকো বক্তৃতা
কি যুক্তিশূন্য উপদেশ ;
আমরা, আসিনিকো জারিজুরি
কর্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসিনিকো কর্তে বিফল
রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ;
হেথায়, নাইকো করতালির মধ্যে
কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভার্য্যের প্রতি,
মাতৃভাষার প্রতি টান,
তাঁদের কর্তে হবে পরস্পরে
প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায়, অনভ্যস্ত কলরবে
মেলামেশা কর্তে হবে,
—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী
পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্বেন না কেউ হলো
একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।

চা

বিভব-সম্পদ-ধন নাহি চাই,
যশ-মান চাহি না ;
শুধু বিধি, যেন প্রাতে উঠে
পাই ভালো এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোস্ট" ডিম্ব থাকে
আপত্তিকর নয় তা ;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
শ্যাম্পেন-ক্লারেট-পোর্ট-স্যেরি আর,
খাও যার খুশি যা ;
শুধু কেড়েকুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কে বা বল কার—
দারা-সুত বাপ-মা ;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার—
সে, ওই প্রাতে এক পেয়ালা চা।

পান

[সুর মিশ্র—খেমটা]

আ-রে খা-লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠকে হিয়া নিরিবিলি ;
রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম বেকুফ নেহাইত!
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকো বাৎ!
দুনিয়া পর আ কর্ তভ্‌কিয়া কোন কাম ?
আরে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ। আরে রাম
ইস্‌মে থোড়িসি গুয়া আওর চুনা খুস্‌বো ;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায় ;
আর তু! তু! তু!
আরে হায়! হায়! হায়!

সমুদ্রের প্রতি

[পুরীতে]

হে সমুদ্র! আমি আজি এইখানে বসি তব তীরে,—
ঠিক তীরে নয় ; এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি, সুখে, এই ক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় সুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্তত
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হত ;

সে আরামাসনে বসি, নাসিকার অগ্রভাগ তুলি,
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্ম্মদুঃখ শত-শত,
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তার আনুষঙ্গিক অন্য-অন্য নানা কর্ম্মভোগ।

সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু!
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই একবিন্দু ;
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে ;
আর সেটা পেতে হয় কি রকমে তাও বেশ বোঝে ;
কার কাছে কতখানি কি রকমে নিতে হয় কেড়ে,
'চেয়ে-চিন্তে', 'ধরে' 'বেঁধে' 'ফাঁকি দিয়ে' তাও বোঝে 'বেড়ে'

—না-না এ ভাষাটা কিছু বেশি গ্রাম্য হয়ে গেল ওই হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে-মাঝে ভারি লাগসই হে!
ভারি অর্থপূর্ণ ; নয়?—হে সমুদ্র!—বল ভাই বল,
মাফ কর কথাগুলো ; অশ্লীলটা না হলেই হল ;
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি ;—

যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর! আমি বেশ জানি।
শোন এক কথা! তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখনাকো সেটা বেশ বুঝি ;
কিন্তু তাই বলে এই তোমার যে—'দিন-রাত নাই'—
তর্জন-গর্জন আর মত্তখেলা ভালো হচ্ছে ভাই?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বল না হে খুলে ;
কেন ধেয়ে আস ওই শুভ্রফণাফেনরাশি—তুলে?

ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ? যে সে তব ভার্যা হয়ে,
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে—শস্যফলপুষ্পস্নিগ্ধমিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিংবা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে ;
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে, তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে?
তাই গর্জ দস্যুবর? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধা-অন্ধ হিংস্র জন্তুসম, তাই বুঝি ধেয়ে আসো
বারবার, বর্বর! ভাঙিতে তার অসহায় বুকে?
—এত নির্যাতন, সিন্ধু! তবু যার বাণী নাই মুখে।

শোন। তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে
বসে আছ, তা কি ভালো? হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুঁড়ে,
সেটা মানি ;—সুদ্ধ ঘুরে অহোরাত্র বেড়াইছ টো-টো,
নির্বিবাদে, বেখরচে, ইউরোপে-আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক দেখি শোনা
এতখানি নীল জল-রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।

দিনরাত ভাঙো শুধু বিশ্ব জুড়ি বসুধার তীর ;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর ;
ক্রূরসম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানোনা সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখোনা তো চক্ষে ;
—অভাগা সে জাহাজ, যে সে-সময়ে থাকে তব বক্ষে।

তুমি রত্নগর্ভ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে।
তুমি পোষ জল-জীবে? তারা কার উপকার করে?

তুমি ভীমপরাক্রম? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে।
তুমি নীলবারিনিধি?—কিন্তু তাতে কার যায়-আসে?
কি!—তুমি অপরিসীম?—আকাশ তো তার চেয়ে বড়।
ও!—তুমি স্বাধীন?—তবে আর কি আমার ঘাড়ে চড়!

তুমি যে হে গর্জ্জিছই!—চট কেন? শোনো পারাবার!
দুটো কথা বলি শোনো। তোমার যে ভারি অহঙ্কার!
শোনো এক কথা বলি!—দিন-রাত করিছ যে শোঁ-শোঁ ;
তোমার কি কাজ-কর্ম নাই?—আহা চট কেন? রোসো।
সুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী ;--
বলেছি "যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।"

—না না ; তুমি ভাঙো বটে ; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন ;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন ;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্রমতো,
এক হাতে নাশ তব, এক হাত গঠনে নিরত ;
যুগে-যুগে বয়ে যাও গম্ভীর কল্লোলি, নিরবধি ;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি।

তুমি গর্বী ; তুমি অন্ধ ; তুমি বীর্যমত্ত ; তুমি ভীম ;
কিন্তু তুমি শান্ত ; প্রেমী ; তুমি স্নিগ্ধ ; নির্মল ; অসীম ;
অগাধ, অস্থীর প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে ;
বুঝোনা সে ক্ষীণদেহা অত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে ; কোন মহাযোগ করিছ সাধনা ;
ধর তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীলছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ আশাসম ;
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদ্রিতনয়ন, স্থির, প্রভু!
সম্মুখিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু।

দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাষ্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,
দেবতার বরসম, প্লাবি নদনদীহ্রদহ্রদি,

জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি!
তুমি কভু বজ্রভাষী ; তুমি কভু শান্ত, মৌন স্থির ;
অতল ; অপরিমেয় ; দিব্য ; সৌম্য ; উদার ; গম্ভীর।

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে-যুগে গাও ;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

কতিপয় ছত্র

দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
আবার সে জাগে ;
বসন্ত চলিয়া যায়, মলয় বাতাসে
আবার সে আসে ;
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখিপুটে,
সেই ঘুমও টুটে ;
কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া—
তাহা চিরস্থায়ী :
এক শীত আসে তার অবসান নাই ;
একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে,
—আর ভাঙেনা সে।

জীবন পথের নবীন পান্থ

১

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ;
ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহুদুটি প্রসারিয়া, ছুটি
আসিস, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে ;

ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে,
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

২

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি একা, দূরে
করি শুষ্ক-কার্য নির্বিঘ্নচিত্তে ;
তুই এসে সব দিস ভেঙেচুরে,
ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে :—
ফেলি উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে
লেখনীটি ভাঙি, ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি, মসী মাখি মুখে
পড়িয়া-ছিঁড়িয়া কাগজ-গ্রন্থে,
উলটি-পালটি সাপটিয়া, রোষে,
ফেলিস ছুঁড়িয়া, তুই নৃশংস!
নাদিরের মতো, পরম সন্তোষে
চাহিয়া, দেখিস স্বকৃত ধ্বংস!

৩

ব্যস্ত হয়ে ডাকি জননীরে তোর,
"দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,
—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র।"
তুই কিন্তু বসি মেজের উপরে,
নির্ভীক, প্রশান্ত, স্থির ঔদাস্যে ;
গান ধরে দিস্, হর্ষে, তারস্বরে ,
মুগ্ধ করে দিস, চাহনি-হাস্যে ;
গলদেশ ধরি, ধরি মোর শিরে
অনতিনিবিড় চিকুরগুচ্ছ ;
উপহাস করি পিতা-জননীরে
বারণ-তাড়ন করিয়া তুচ্ছ।

৪

কোথা হতে পেলি, বল বৎস মোর,
মোর পরিবারে দখলিপাট্টা?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর?

বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা?
ইঙ্গিত করিস বিবিধ আদেশে,—
যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য ;
পরাভব দেখি, খলখল হেসে,
করতালি দিয়া করি সত্য!
ও দুর্বল দুটি সুকোমল করে
ভুবনবিজয়ী, কার সাহায্যে?
উড়ে এসে জুড়ে বসি বক্ষপরে,
কেড়েকুড়ে নিস প্রেমের রাজ্যে!

৫

করি দিবসের শুষ্ক-কার্য, হায়
দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,
ফিরি গৃহে, বৎস!—উৎসুক আশায়—
করিব আলাপ তোমাব সঙ্গে ;—
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষো'পরি, ফিরে,
চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে, গাহিবি মলয় সমীরে ;
শরতে, হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার
সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে ;
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার ;
দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।

৬

ভাঙিবি-চুরিবি পাত্রদ্রব্য সব ;
দংশিবি নাসিকা ; মারিবি পৃষ্ঠে ;
মনুর মস্তিষ্কে, নিত্য, অভিনব
প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর,
তাড়া দিতে তোরে এহেন ক্ষেত্রে
অমনি ভর্ৎসিবি ভর্ৎসনা কঠোর,
ছলছল দুটি সজল নেত্রে।
অমনি ভুলিয়া সব উপদ্রব,
নাহি করি আর কোন প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ-গদগদ বক্ষে তুলে লব,
চুম্বনে-চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

৭

কি বন্ধনে তুই বেঁধেছিস মোরে,
এড়াতে পারি না এ চিরদাস্যে ;
কি ক্রন্দনে তুই সর্বজয়ী, ওরে
ক্ষুদ্র বীর !— ও কি মোহন হাস্যে
করিস আলাপ ; কি ভাষা অস্ফুট
শিখেছিস, ও কি মধুর ছন্দ ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো-মুঠো
কমল, আননে কমলগন্ধ ;
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর :—
সঙ্গীতময় ও-চরণভঙ্গে,
বেড়াস গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর,
আপনার মনে, আপন রঙ্গে।

৮

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত, হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে, নির্মেঘ প্রভাতের ছটা ;
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ;
শরতে চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য যেইদিকে চাই,
রাশি-রাশি-রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট!

৯

আমরা পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ,
অন্ধকারময় গভীর গর্তে ;
পরী-পদক্ষেপে তুই চলে যাস
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্যে ;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মতো,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে, রত
নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ
আপন সঙ্গীতে ; দেখিস কেবল

দিগন্তবিতান,—সুনীল, শান্ত ;
স্নিগ্ধ সূর্যরশ্মি, উদ্ভাসি নির্মল
গগন হইতে গগনপ্রান্ত !

১০

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে ;—
মলিন, নিলীন ধুলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে,
ভীতি, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত।
এইরূপে দিন চলে যায় ধীরে,—
ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,-
থমকি দাঁড়ায় যে ঘন তিমিরে
সকল পথিক, সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,
এখন তুই রে, মধুর, কান্ত ;
প্রিয়তম! তুই নেচে নেচে আয়,
জীবন-পথের নবীন পান্থ!

জাতীয় সংগীত

১

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি-চেয়ে ;
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতো খেয়ে ;
তথাপি ধাই মানের লাগি ধরণীমাঝে ভিক্ষা মাগি!
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে-গেয়ে।
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি-চেয়ে।

২

লজ্জা নাই! 'আর্য' বলি চেঁচাই হাসিমুখে!
সুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে ;
ছিলাম বা কি হয়েছে এ কি! সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে!
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি-চেয়ে।

৩

কেহই এত মূর্খ নয় ; সবাই বোঝে জেনো,
হাজারি 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো।

এ-সব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহা আমিও তাই-
স্বার্থময় জীব!—কাজ কি মিছে চিৎকারে এ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি-চেয়ে।

৪

ব্যবসা কর, চাকরি কর, নাহিকো বাধা কোন;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোনো;
চারটি করে খাও ও পর, স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
—বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি-চেয়ে।

তাজমহল

[আগ্রায়]

১

'খাসা'! 'বেশ'! 'চমৎকার'! 'কেয়াবৎ'! 'তোফা'!
কহিয়াছে নানাবিধ—সকলেই বটে,
দেখিয়াছে, তাজ, কভু যে তোমার শোভা,
উপবন অভ্যন্তরে যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি "বিশ্বে পরীভূমি",
কেহ কহে "অষ্টম বিস্ময়"; কেহ কহে
"মর্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,"
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহে;
আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

২

কি ভালোই বাসিত, তোমারে সাজাহান,
মমতাজমহল! যে বাছি এ নির্জন,
নিস্তব্ধ, ঋষির ভোগ্য, এই রম্য স্থান;
এ প্রান্তর; এ কবিত্বপূর্ণ উপবন;
এ কল্লোলময়ী স্বচ্ছশ্যামযমুনার
পুলিন;—রচিয়াছিল সেখানে সুন্দর,
অপূর্ব প্রাসাদ, শুদ্ধ রক্ষিতে তোমার
মরদেহ; এ জগতে করিয়া অমর
তোমার রূপের স্মৃতি; করি মূর্তিমতী
সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

৩

এত প্রেম আছে বিশ্বে? এই বিসম্বাদী
এই প্রবঞ্চনপূর্ণ, নীচ মর্ত্যভূমে
হেন ভালোবাসা আছে,—হে শুভ্র সমাধি!—
যার নিষ্কলঙ্ক মূর্তি হতে পার তুমি?
তদুপরি ভারতসম্রাট—দিবানিশি
যাহার তমিস্র, গূঢ়, অন্তঃপুরবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
বধ্য মেষপালসম ;—কদর্য বিলাসে
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভালোবাসিতে পারিত একজনে?

৪

তবু পারে নাই রক্ষা করিতে তোমারে,
হে সম্রাজ্ঞী। অনুপম সে সৌন্দর্যরাশি ;—
পৃথিবীর রত্নরাজি ন্যস্ত একাধারে ;
বিম্বিত সাগরবক্ষে শুক্লপৌর্ণমাসী ;
তাহারো পশ্চাতে, মৃত্যু, দাঁড়ায়ে নীরবে,
অপেক্ষা করিতেছিল? স্পর্শে যার সেও,—
সে সৌন্দর্য পরিণত পরিত্যজ্য শবে ;
ক্রমে-ক্রমে দুর্গন্ধ গলিত সেই দেহ
ভক্ষে, আসি, মৃত্তিকার ঘৃণ্য কীটগুলি ;
পরিণামে সেই দেহ—আবার সে যে-ধূলি সে-ধূলি!

৫

এই শেষ? মনুষ্যের এইখানে সীমা?
এত সুখ, এত প্রেম, এত রূপ, এত
ভোগ, এত বাঞ্ছা, এত ঐশ্বর্যমহিমা,
সব এইখানে শেষ! খ্যাত ও অখ্যাত,
উচ্চ-নীচ, কুৎসিত-সুন্দর, ঋষি-শঠ,
জ্ঞানী-মূর্খ, দুঃখী-সুখী, সকলেরি শেষে
এখানে সাক্ষাৎ হয় ; সুদূর-নিকট,
মহাসৌরজগৎ ও কীট, হেথা এসে
মেশে একাকারে।—মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।

৬

সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না ; সে বিবাহে
সুগন্ধ পুষ্পের মালা দোলে না তোরণে ;

নেপথ্যে উঠেনা শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে ;
নাহি জনকোলাহল ; সেই শুভক্ষণে
বাজেনা মঙ্গলবাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বার।—সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে ;
যার সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময় ;
যার পুরোহিত কাল ;—আশীর্বাদে তার,
ব্যাপ্তিসহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃসহ মেশে অন্ধকার।

৭

—বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্মান মর্মর আগারে ;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর-সৌরভে ;
পোলাও-কালিয়া খাদ্য ; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত-ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন ;
উদ্যান ; নির্ঝর ; প্রভাতে-সন্ধ্যায় দূরে
মধুর নবৎ-বাদ্য ; নূপুরনিক্বণ,
সারঙ্গ, বিভ্রমনৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে ;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ ;
মরণের পরে স্বর্গ,—তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

৮

আর আর্যজাতি ? ঠিক তার বিপরীত। —
রূপ—প্রকৃতির শোভা ; রস—পৃথিবীর ;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু ; শব্দ—নিকুঞ্জসঙ্গীত ;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান-সমীর।
পুণ্যনদীজলে স্নান ; অঙ্গে শুভ্র বাস ;
আহার-তণ্ডুল ঘৃত ; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম ;
আবাস—কুটীরকক্ষ ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।

৯

—হে সুন্দর তাজ! আমি জ্যোৎস্নায়, আলসে,
দেখেছি দাঁড়ায়ে, দূরে, ও মৌনমন্দির ;
আগ্রায়, প্রাসাদশিরে দাঁড়ায়ে, দিবসে
দেখেছি ও শুভ্রমূর্তি ; গিয়া সমাধির
অভ্যন্তরে, দেখেছি সুন্দর, তার পাশে,

পুষ্পবীথি, পয়োবাহ, নির্ঝর, ভিতরে ;
ভেবেছি যে, কভু এ বিশ্বের ইতিহাসে,
হয়নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিম্বা স্বরে,
এ-হেন বিলাপ। ধন্য-ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার সুস্বপ্নে এই ছবি।

১০

সুন্দর অতুল হর্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা !
মর্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস !—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা !
—এই শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণসুন্দর,
তুমি হে কবর!—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্ব-ভিতর ;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি! চিরস্মরণীয়!

আলেখ্য
১৯০৭

হতভাগ্য

১

একখানি তার তরী ছিল
বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা ;—
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল
নদীর ধারে ;—পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।
একটি ছেলে একটি মেয়ে,—
একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে,
হাতে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় ;
সারাবছর ঘুরে বেড়ায় ;—
জানেনা সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।
বহে শীতের প্রখর বাতাস
উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড় ;
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া।
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে
আগুন ছোটে ;—জানেনা সে
কোথায় দাঁড়ায় গাছের তলায় ছাড়া।
বর্ষা আসে ঘনঘটায়, বজ্র ঘন কড়কড়ে,
নেমে আসে বারিধারা বেগে ;—
একবার তাকায় হতভাগা
ছেলেমেয়েদুটির পানে,
একবার তাকায় ধূসর ঘন মেঘে।

২

নৌকাখানিমাত্র ছিল যৎসামান্য, যাহা কিছু—
পরতে-খেতে দুবেলা দুমুঠো ;

কুঁড়েখানিমাত্র ছিল—
মাথা গুঁজতে, বসতে, শুতে,
নিয়ে ছোট্ট ছেলে-মেয়েদুটো।
সাধের নৌকাখানির উপর
যাত্রী নিয়ে, শস্য নিয়ে,
বেয়ে-বেয়ে, ফিরত দেশে-দেশে ;—
যা কিছু তার ভাড়ার কড়ি
পেত, নিয়ে গুঁজত মাথা
ফিরে-ঘুরে কুঁড়েটিতে এসে।
ছেলেটিকে কোলে নিত,
মেয়েটিকে কোলে নিত,
ধরত বুকে বাহু দিয়ে ঘিরে ;—
অমনি তাহার চোখের সামনে
মুছে যেত বিশ্ব-জগৎ,—
চক্ষু-দুটি বুজে আসত ধীরে ;
মন হত কুঁড়েখানি ;
রাজার বাড়ি কোথায় লাগে।
কাঠের পালঙ—মনে হত রুপোর।
ধীরে-ধীরে পাড়িয়ে ঘুম,
ঘুমিয়ে পড়ত, জাপটে ধরে
ছেলে-মেয়েয় নিজের বুকের উপর।
—হা রে ভাগ্য! যৎসামান্য
সম্বল যে সেই হতভাগার,
নৌকা—তাও সে ডুবে গেল ঝড়ে,
একখানি তার যৎসামান্য
কুঁড়েমাত্র ছিল ;—তাও সে
পুড়ে গেল আগুন লেগে খড়ে।

৩

ছেলে-মেয়ের ছিল না মা ;
চলে গেছে আটটি বছর,
দেশান্তরে—কাল-স্রোতের টানে ;
যে দেশেতে মানুষ গেলে
আর সে ফিরে আসেনাকো,
সে দেশ কোথায়—কেহই নাহি জানে।
ভালোবাসত ছেলেমেয়ে—
যেমন সব মা ভালোবাসে—

প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন স্নেহে ;
এখন তাদের রেখে গেছে
তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেওনাকো চেয়ে!
তবে কি না, যাবার সময়
রেখে গেছে স্নেহটুকু
ছেলে-মেয়ের বাপের কাছে জমা ;
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে
সর্বস্বধন পুত্রটিরে,
দিয়ে গেছে কন্যা প্রিয়তমা।
এখন তাদের বাপই আছে,—
সে-ই বাবা, সে-ই মা,—সে-ই তাদের
বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে ;—
দিনেরবেলায় মজুর খেটে
রোজগার করে আনে কুড়ি
রাতেরবেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে।
ইঁটটি ভাঙে দুপুররৌদ্রে—
বৃদ্ধ-হস্তে শক্তি নাইকো।—
বৃহৎ কষ্টে করতে হয় তা গুঁড়ো ;
পাশে একটি বাড়ির ছায়ায়
খেলা করে শিশুদুটি,—
মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখে বুড়ো।
পয়সা-দুয়েক মুড়ি কিনে,
দুপুরবেলায়—নদীর ধারে
নিজেই খাওয়ায় ছেলেমেয়ে-দুয়ে ;
সন্ধ্যা হলে তাদের কিছু
উচ্ছিষ্ট যা খেয়ে, থাকে
তাদের নিয়ে গাছের তলায় শুয়ে।

৪

আহা মরি! শিশু-দুটো,
কেমন করে সহিস তোরা
—ননীর দেহে,—আহা মরি, মরি!—
(গৃহশূন্য, মাতৃহারা!)
দৈন্যের এমন দারুণ জ্বালা ?
আমরা যাহার ভারে নুয়ে পড়ি!

চাসনা কিছু প্রাসাদ-ভবন,

দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা,

চাসনা কিছু পায়সান্ন খেতে!—

পাস সে ভালোই ; না পাস ভালো ;

দুটি মুঠো পেলেই হলো

যেমন-তেমন পাতের ওপর পেতে।

ধুলা নিয়াই খেলা-ধুলা ;

পরিত্যক্ত টিনের খণ্ড,

তাকেই সুখে ডঙ্কা করে বাজাস ;

একটি পয়সার রঙিন পুতুল

পেলে—সে তো সুখের চরম!—

যত্নে রাখিস, যত্নে তারে সাজাস।

কুঁড়েয় থাকিস গ্রাহ্য নাইকো,

মাদুরে শুস গ্রাহ্য নাইকো

গ্রাহ্য নাইকো থাকিস ছেঁড়া সাজে ;—

তোদের দুঃখ, তোদের দৈন্য,

তোদের অবমাননা—সে

হতভাগ্য মোদের বুকেই বাজে!—

তবু এমন যৎসামান্য

প্রয়োজন যা খাবার কিছু,

মাথা রাখবার জায়গা একটা. পাড়ায় ;

—তাও যে দিতে পারেনাকো—

হা বিধি তৈরি করেছিলে

তোমার বিশ্বে এমন লক্ষ্মীছাড়ায়!

৫

সুখে আছ সুখে থাকো

ওগো পাড়া-প্রতিবাসী,

এদের পানে দেখো একবার চেয়ে ;—

এরাও মানুষ তোমরাও মানুষ ;

রক্ত-মাংসের শরীর বটে ;—

তোমাদেরও আছে ছেলেমেয়ে।

তোমাদের ঐ সুখের ভাগী

হতে চায়না হতভাগ্য ;

সুখের দিন তার ফুরিয়ে গেছে ভবে।

(আহা, এমন সাধের কুঁড়ে—)

সোনার কুঁড়ে পুড়ে গেল।

আবার কি তার তেমন কুঁড়ে হবে।)
সুখের দাবি করে না সে,—
শিশুদুটির মাথার ওপর
একটুখানি ছাউনি করে দাওয়া ;
চাহে—সুদ্ধ অন্ন দুটি
শিশু দুটির মুখে দিতে,
নিজের হোক বা নাই বা হল খাওয়া।
ওগো পাড়া-প্রতিবাসী
নিজের ভিতর কেহ
আদর করে তাদের নাও গো ডেকে ;
আদর করে তাদের মুখে
অন্ন দুটি তুলে দাও গো,
তফাত করে নিজের অন্ন থেকে।
ঘরের একটু ছেড়ে দিতে
জায়গার একটু কষ্ট হবে,
খাবার একটু কমবে নিজের ভাগে ;
কিন্তু, মনের সুখটি তোমার
বাড়বে বই সে কমবেনাকো,—
স্বর্গ পাবে মরবার অনেক আগে।
ও গো ধনী, সুখী তুমি ;
তাড়িয়ে দিও নিজের জন্য
আমি যখন তোমার কাছে যাব।
পায়ে ধরে সাধি—সুদ্ধ
খেয়ে-শুয়ে কোমল শয্যায়
কখনো বা এদের কথা ভাবো।

নেতা

১

কথায়-কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা ;
কিছুই বোঝা যাচ্ছেনাকো নেড়েচেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায়-সভায়, মাঠে-হাটে, গোলেমালে,

বক্তৃতাতে আকাশ-পাতাল ফাটছে ;
যাদের সময় কাটতনাকো কোনকালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে।
নেতায়-নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—
চেঁচিয়ে তো সবার গলা ধরে গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায়না চেষ্টা।
লিখে-লিখে সম্পাদকে-কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে ;
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধরেই সাধছে।

২

খাটো-লম্বা কবিতায় ও উপদেশে
সবাই বোঝায়, সবাই খাসা বুঝছে ;—
সবাই কিন্তু সভা হতে ঘরে এসে,
নিজের-নিজের আহার-নিদ্রাই খুঁজছে।
নেতারা কেউ হ্যাটে-কোটে গায়ে এঁটে,
সাহেবগুলোয় তেজে গালি পাড়ছে ;
রেশমি চাদর উড়িয়ে দিয়ে, তেড়ি কেটে,
কেউ বা জোরে 'মা-মা' ধ্বনি ছাড়ছে ;
কেউ বা হাতের কব্জায় সখের রাখী বেঁধে,
(ব্যয়টি তাতে একটি পয়সা মাত্র)
আর্য ভ্রাতার প্রতি বলছে কেঁদে-কেঁদে—
"বটে, তুমি নহ ঘৃণার পাত্র।"
কেউ বা বলে "দেশের জন্য—যত চাহ,
ইংরাজদিগে সুখে গালি পাড়ব ;
কিন্তু স্বপ্নেও কভু তুমি ভেবোনা-ও
দেশের জন্য নিজের কিছু ছাড়ব।"
কেউ বা খাসা নিজের থলে ভরে নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা!
কেউ বা খাসা দু-পয়সা বেশ করে নিল
বিদেশিয়ে দিয়ে 'দেশি' ছাপ্পা।
কেউ বা বলে "শোন সবাই এই বাণী—
রাখবো-না আর বিজাতীয় চিহ্ন ;
অর্থাৎ কিনা হুইস্কি এবং সোডা-পানি
ম্যানিলা ও ভিনোলিয়া ভিন্ন।"

শুনে সবাই এ ঘোর কঠোর দৃঢ় পণে
বলে "এঁরাই সাধু এঁরাই শ্লাঘ্য।"
এতেও যদি বাঁচেন এঁরা—ভাবে মনে—
সেটা দেশের বিশেষরকম ভাগ্য।

৩

আমি বলি বোসো বোসো, গ্যাছে বোঝা
ওহে নেতা! ওহে স্বদেশভক্ত!
স্বদেশহিতৈষণা নয়কো এত সোজা,
সেটা একটু ইহার চেয়ে শক্ত।
'মা মা' বলে, চেঁচিয়ে ওঠা বারে-বারে,
'ভাই ভাই' বলে বাঁকা সুরে বায়না ;
তাতে তোমার ভাষার খ্যাতি হতে পারে ;
স্বদেশভক্তির কাছেও ঘেঁষে যায় না।
যেমনি তোমার হাতে একটি সুতা বেঁধে,
হৃদয়ের বিষ হয়না তোমার মিষ্ট
তেমনি হয়না বাউলসুরে গলা সেধে,
স্বদেশভক্তি কস্মিন্‌কালেও সৃষ্ট।
কার্পেটমোড়া ত্রিতলকক্ষে বসে থেকে,
'মা মা' বলে নাকিসুরে কান্না ;
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে,
মা সে সৌখীন মাতৃভক্তি চাননা।
—সুসন্তান কেউ দূরে বসে দেখেনা সে
মায়ের কেমন ভুবনমোহন কান্তি !
তাহার কেবল মায়ের ব্যথাই মনে আসে,
মায়ের স্নেহধারা অবিশ্রান্তি।
পিকধ্বনি, শীতল ছায়া, 'জ্যোছ্না'টি,
তাতে কাহার নাইকো অনুরক্তি?
হতে পারে তাতে কাব্য পরিপাটি,
কিন্তু তাতে দেখায়নাকো ভক্তি ;
বিভোর হয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি নিয়ে,
লম্পটেরও দেখা—নয়কো শক্ত ;
তাহার জন্য যে-জন সংসার ছেড়ে দিয়ে
কৌপীন নিতে পারে, সেইই ভক্ত।

৪

নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছাত্র ;

পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে,
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।
খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবেনাকো,
মরে যদি পরের ছেলেই মরবে ;
নিজের সিন্দুক বন্ধ করে বসে থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি করবে?)
নামটি নিজের জাহির করে দিয়েছ তো,
পেয়েছ যা ধর নিজের মস্তে ;
তুমি তাদের করতালি নিয়েছ তো,
আশিস তাদের দিয়ে যাও দু-হস্তে।
—প্রবেশ কর্বে সংসারে সে পরে যবে,
শাপবে তোমায় সে যৎপরোনাস্তি ;
পাপের শাস্তি থাকে, তোমায় পেতে হবে,
ইহার জন্য পেতেই হবে শাস্তি।

৫

হা রে মূঢ়—ইংরাজদিগে গালি দিয়ে
দেশের প্রতি দেখায়নাকো ভক্তি ;
দেশভক্তি নয়কো ছেলেখেলাটি এ,
সেখানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।
দেশের জন্য দুঃখ নিতে হবে চেয়ে,
দেশের জন্য দিতে হবে রক্ত ;
সেটা হয়না টানাপাখার হাওয়া খেয়ে,
সেটা একটু বিশেষ রকম শক্ত।
পার যদি—এস রে ভাই—লাগ [illegible]
ধর ব্রত, অঙ্গে মাখ ভস্ম ;
দেশের জন্য গ্রামে-গ্রামে ফির সবে,
ভায়ের সেবায় দাও রে সর্বস্ব।
মায়ের সেবা কর্তে সত্য চাহ যদি,
ভায়ের সেবায় নিবেশ কর চিত্ত ;
নিজের ভাবনা ছেড়ে, কর নিরবধি
ভায়ের ভাবনা তোমার ভাবনা নিত্য।
টিয়ার মতো দাঁড়ে বসে ছোলা খেয়ে,
রাধাকৃষ্ণ বল্লেই হয় না ধর্ম ;
পরের জন্য ভাবতে হবে জগতে এ,
পরের জন্য কর্তে হবে কর্ম।
চাদর উড়িয়ে, মাথায় বাঁকা সিঁথি কেটে,

তক্তার উপর হয়ে উচ্চ ব্যক্তি,
'মা-মা' শব্দে আকাশ যায়ও যদি ফেটে,
—দেখানো তায় হয়না মাতৃভক্তি।
ফিটন চড়ে টাউন হলে নেমে এসে,
গেয়ে গান—সেও একটু বেশি মাত্রায়—
স্বদেশহিতৈষণাটাকে পরিশেষে
করে তুল্লে ভুলোর দলের যাত্রায়!

৬

নামের কাঙাল হায় রে ! দ্বারে-দ্বারে ঘুরি
বেড়াচ্ছিলে—ভালো!—ওহে মিত্র!
পরিশেষে নামের জন্য জুয়াচুরি!
মায়ের নামটাও কর্ছ অপবিত্র!!!

শ্মশান-সংগীত

[দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া]

১

কাহার বালিকা তুই রে মাধুরী ?—হেলি-দুলি
সুখস্বপ্ন বরষিয়া সন্ধ্যার আকাশ দিয়া—
চলে যাস, উড়াইয়ে স্বর্ণচুলগুলি ;
—ললিত সুন্দর ছবি ! দেবকন্যাসম ;—
—দাহময় চিন্তামরুভূমে
সৃজিয়ে স্বপনকুঞ্জ ; জীর্ণ প্রাণে মম
ফুটায়ে সুন্দর শত মন্দার কুসুমে।

২

তুই রে সুন্দর ফুটন্ত গোলাপকলিসম,
কোমল পল্লব দিয়ে চারুমুখ আবরিয়ে
ছিলি এতক্ষণ, শোভা ! কান্ত অনুপম :
জাদুকর-সন্ধ্যার বিকিরণপরশে
খুলে গেল পল্লব তোমার ;
চাহিলি জগৎপানে, অমনি হরষে
হাসিল আকাশ, মুগ্ধ চাহিল সংসার।

৩

যেন শশিমাখা অবাত-নিষ্কম্প সরোবরে,
কোমল সুস্নিগ্ধতম বাসন্ত মারুতসম,
আসিল সুধীরে সন্ধ্যা ;—অমনি অম্বরে,
জাগিল সৌন্দর্য-ঢেউ—স্বর্ণমেঘগুলি,
নীলাকাশ সৌন্দর্যে উচ্ছ্বাসি,
হৃদয়ের সরোবরে স্বর্ণঢেউ তুলি ;
কে তুই আসিলি নভে, দীপ্ত শোভারাশি !

৪

জীবন্ত সংগীত! ভাসাইয়া দূর নীলাম্বরে,
ঝরিছ মধুরতম বরিষার বারিসম
স্বর্ণজলধর হতে, স্বর্ণজলধরে ;
মেঘের মিলিত কণ্ঠ! নভ হতে আসি
পরিশেষে ভাসাও সংসার ;
হে মেঘবিহঙ্গগুলি! গগন উচ্ছ্বাসি
ঝরুক তোদের এই মিলিত ঝঙ্কার।

৫

কিন্তু—হা জগৎ! এ সুখ সহেনা তোর প্রাণে,
যদি সারাদিন খাটি, প্রাণেতে মাখিয়া মাটি—
আসি প্রক্ষালিতে তায় এ মধুর গানে,
শীতলিতে দগ্ধপ্রাণ স্নিগ্ধ শোভানীরে,
ধুইতে সন্তপ্ত অশ্রুরাশি—
সহেনা তোমার ; আন গভীর তিমিরে,
লুকাইতে সংগীতের বাল্যসুখ হাসি।

৬

কেন ফুটে ফুল? কেন শোভে কুসুমে নীহার।
কেন রে বিহগস্বরে মধুর অমিয় ঝরে?
কেন হাসে শিশু তুলি লহরী শোভার?
শুকাবে শিশির, ফুল পড়ে থাকে ঝরে ;
ফুরাইবে বিহগের গান ;
না শুকাইতে শিশুহাসি কোমল অধরে ;
ঝরিবে নয়ন, হর্ষ হবে অবসান।

৭

হায় রে জগৎ! সবই তোর দুইদিন তরে—
চলে যায় বাল্যহাসি, লুকায় সৌন্দর্যরাশি,
না ফুরাতে একবার দেখা প্রাণভরে ;
প্রতিদিন রাশি-রাশি কত শোভা হায়
জনমিয়া হয় অবসান ;
এ জগতে কত মৃত সংগীত ঘুমায় ;
জগৎ—অনন্তমৃত-সংগীত-শ্মশান।

৮

নবীন বালিকা !—না শুকাতে তোর শোভারাশি,
জীবনের সুখগান না হইতে অবসান,
না মিলাতে সুখময় শৈশবের হাসি,
পারবি ঘুমাতে তুই—নিশার তিমিরে,
আছে তোর শ্মশান যথায় ;
সেইখানে সময়ের ভাগীরথীতীরে—
তার প্রিয় ভগ্নীগুলি নীরবে ঘুমায়।

৯

কোথা যাস, প্রাণে আবরিয়ে বিষাদের ধূমে ?
আমারে সদয় হয়ে, যথা যাস, যা রে লয়ে ;
কোথায় ফেলিয়া যাস দগ্ধ মরুভূমে !
আমি যে তোদের, শিশু, সহোদর ভাই,
প্রকৃতিও জননী আমার ,
আমিও তোদের সনে ঘুমাইতে চাই ;
দূষিত সংসারবায়ু সহে না রে আর।

১০

কিন্তু ওই যায়—স্বর্ণশোভা মিলায়ে তিমিরে ;
ওই দেখ ডুবে যায়, সোনার প্রতিমা হায়,
নীরবে পশ্চিমে ঘন অন্ধকার নীরে ,
ডুবে যাও তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ আশা ;
ডুবে যাও বর্তমান প্রীতি ;
ডুবে যাও আজিকার স্নেহ-ভালোবাসা ,
ডুবে যাও প্রিয়তম অতীতের স্মৃতি।

১১

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর—নিশা তোর কঠিন হৃদয় ;
তোর ঘন তমসায় ডুবাতে এ প্রতিমায়,
হৃদয় কোমল হলে কাঁদিত নিশ্চয় ;
কাঁদিত ছিঁড়িতে এই শোভার মুকুলে ;
কাঁদিত চাহি সে মুখপানে ;
বিধির কঠোর আজ্ঞা যাইতিস ভুলে ;
—নিশ্চয় হৃদয় তোর গঠিত পাষাণে!

১২

যাও শিশু তবে—লও শেষ বিদায়চুম্বন।
ডুব ছবি সিন্ধুতলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে,
দাঁড়ায়ে সৈকতে হেরি তোমার আনন।
মজ্জতী স্বর্গীয় জ্যোতিঃ! যাও আজ তবে ;
—অশ্রুবারি ঝরিবে ধরায় ;
মরণসংগীত দুঃখে গাবে ঝিল্লিরবে
আকাশ, উপরে তোর ;—যাও সুকুমার!

১৩

আমিও ভগিনী ! গাব তোর বিয়োগের গান
হৃদয়ের হৃদয়েতে দিব রে শ্মশান পেতে
যতনে সমাধি তোর করিব নির্মাণ
স্মৃতি দিয়া ; যাও তবে প্রিয় সহোদরে।
আমারও বরষিবে আঁখি ;
তোর তরে আর অন্য ভগিনীর তরে,—
যতনে হৃদয়মাঝে সবে দিব রাখি।

১৪

নিষ্ঠুর নিয়ম—জগতের, জানি সহোদরে!
রাখিব হৃদয়ে আনি তোর মৃত দেহখানি—
বসি বিসর্জিব অশ্রু সমাধি-উপরে
তাহাও সহেনা তার ;—ঘন গরজিয়া
ঘটনা তরঙ্গকুল আসি
স্মৃতির সমাধিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া
লয়ে যায় ডুবাইতে মৃত শোভারাশি।

১৫

পার, যতদিন ঘুমাও রে! স্বরগের পরী
তোদের শান্তির তরে, তোদের সমাধি 'পরে
প্রসারি কোমল পক্ষ রহিবে প্রহরী ;
পারিবেনা প্রেতগণ তোরে পরশিতে ;
এ হৃদয়ে সুখে নিদ্রা যাও।
আমিও আসিব কভু অশ্রুবারি দিতে
প্রাণের ভগিনী! তবে—ঘুমাও!—ঘুমাও!

সমুদ্র

আবার সে গভীর গর্জন ; চারিধার
সেই নীল জলরাশি ; দিগন্তপ্রসার
বারি-বক্ষ ; সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন ;
সেই ক্রীড়া ; সেউ উচ্চ হাস্য ; সে ক্রন্দন
উত্তাল তরঙ্গ সেই ; উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;
সেই বীর্য ; সেই দর্প ; সেই দীর্ঘশ্বাস।

হে সমুদ্র! সপ্ত বর্ষ পরে এ সাক্ষাৎ
তোমার-আমার সঙ্গে। ঘাত-প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে ;
বহে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে, দুঃখে, ভয়ে,
নৈরাশ্যে ;—এ সপ্তবর্ষে জীবনে আমার!
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্তবর্ষ-ভার
জীবনের মেরুদণ্ড ; করি খর্ব তার
উদ্দাম উল্লাস, তেজ, গর্ব প্রতিভার।
কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে সেইমতো
কল্লোলিয়া। কাল করেনাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব ; রেখা আনেনাই দেহে ;
শুষে নেয়নাই মজ্জা।—সেইরূপ ধেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
যক্ষ, বীরদর্পে দিক্‌দিগন্ত প্রসারি,
তুমি চলিয়াছ। উর্ধ্বে অনন্ত আকাশ ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস।

এত তুচ্ছ করেছিলে মানবজীবন,
পরমেশ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;
তাও এত বিবর্তনশীল ! যেইমতো,
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে ; মানবজীবনে সেইমতো,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ; পরে হায়,
সবশেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায় !

—সেই সে সাক্ষাৎ হতে আজি, হে সমুদ্র!
সপ্তবর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সেদিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে ;—কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদগদ, গম্ভীর।
সপ্তবর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে মহাপ্রসার ;
শুনিতেছি সে কল্লোল ; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-স্পৃক্ত বায়ু। —এ কি হর্ষ !
কি উল্লাস ! মুদ্রালুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,—জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি,
হেরি তব অসীম বিতত জলরাশি।
আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার !
তোমার এ মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়ে, উঠিছে ওই হাহাকারধ্বনি ;
চলেছে ও আস্ফালন।— হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন ; প্রবল ঝঞ্ঝার
নিষ্পেষণে মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রসম
উঠে মহা আর্তনাদ ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্বলে উঠে রেখায়িত ফেনা সমুচ্ছ্বাসি,
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি জলরাশি।
কি প্রকাণ্ড অপচয় এ বিশ্বসৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি ! এ নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস শক্তির কি নিরর্থক ব্যয় !
এ গর্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু। গর্জি, আর্তনাদি,
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথা ? কোথা আদি ?
কোথা অন্ত? কোথা হতে চলেছি কোথায়?"
উৎক্ষেপিয়া ঊর্মিরাশি আঁকড়িতে চায়
অনন্তেরে ; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে, গভীর নিঃশ্বাসে,

প্রকাণ্ড আক্ষেপে,—বক্ষ'পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ-ভার।
উপরে নির্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটি-কোটি নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চিৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে ;
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।
দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ-অভিমানে ;
—আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।

কি গাঢ় ও নীলাকাশ! কি উজ্জ্বল, স্থির।
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এরূপই স্থির ও ভাস্বর।
তবু ভাবি—ওইখানে আলোকের নয়
শেষ, ওই ঘননীল, ওই জ্যোতির্ময়-
যবনিকা-অন্তরালে আছে লুক্কায়িত
এক মহালোক ; ওই যবনিকাঙ্কিত
কোটি-কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি,
সূক্ষ্মমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
তুলে লও যবনিকা জাদুকর। তব ;
কি আছে পশ্চাতে তার, দেখাও মানবে।

বিবাহের উপহার

১

করিছ প্রবেশ আনন্দে ভাই
এ বিবাহ-মন্দিরে ;
অত দ্রুত নহে—সংযত হও,
আরো ধীরে আরো ধীরে ;
দীন, নতজানু, কাতর, সাশ্রু,
আগে নম জননীরে ;
আগে চাই ভাই বিধাতার ক্ষমা,

করজোড়ে নতশিরে ;
প্রার্থনা কর, পবিত্র হও,
প্রবেশের আগে তুমি ;
এ নহে বিলাসবাসর তোমার,
এ মহাতীর্থভূমি।

২

—এখন ভিতরে এস ; চেয়ে দেখ
যুক্ত যুগ্মপাণি,
অর্চনারত, দাঁড়াইয়া আছে
প্রেমের প্রতিমাখানি ;
মুদিত নয়ন, নীরব, শান্ত,
স্পন্দনহীন, স্থির ;
যেন বা সে কোন স্বর্গের দেবী,
যেন নহে পৃথিবীর ;
তুমি তার ধ্যান, তুমি তার জ্ঞান,
আছে তব পথ চাহি,
যুগ-যুগান্তর হতে, যেন তার
আর কিছু মনে নাহি।

৩

সহসা ও কি ও! আনন দীপ্ত
রঞ্জিত অনুরাগে ;
ওই দেখ বুঝি নড়িল প্রতিমা,
ওই দেখ বুঝি জাগে ;
মেলিয়াছে আঁখি, চিনেছে তোমায়,
তাই বুঝি মৃদু হাসে ;
ওই দেখ দুটি বাহু বাড়ায়ে সে
তোমার নিকটে আসে।
কাছে যাও আরো কাছে, ধর হৃদে—
সে তোমার তুমি তার—
দুই দীপশিখা মিশে থাক আজ
হয়ে যাক একাকার।

৪

এক হয়ে থাক এক হয়ে যাক
তবে আজ দুটি প্রাণ,
বীণার মৃদুল ঝঙ্কারসনে

উঠুক গভীর গান ;
এক হয়ে যাক কলকল্লোলে
আজ এই নদ-নদী ;
এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ,
—অহরহ নিরবধি—
এক হয়ে যাক সাগর-আকাশ,
স্বর্গমর্ত্যবাসী ;
এক হয়ে যাক, ইন্দ্রধনুর
বর্ণে, অশ্রু-হাসি।
—উৎসব কর উৎসব কর
উৎসব কর সবে ;
আলোকে-পুষ্পে-হাস্য-উৎসে
খাদ্যে-বাদ্যরবে,
দাও, উলু দাও, বাজাও শঙ্খ,
বাজাও দক্ষ বাঁশি,
দম্পতি'পরে দেবগণ আজ
বরিষ পুষ্পরাশি।

৫

ভাই, ধর এ রত্নে, হৃদয়ে, যত্নে
রেখো তারে সমাদরে,
ঘর ছেড়ে আজ পরের মেয়েটি
আসিছে তোমার ঘরে।
সুখে থেকো, সুখে রেখো, দেখ চেয়ে
ঘরখানি আলো করে,
স্বর্গ হইতে নামিয়া তোমার
বৌ আসিতেছে ঘরে।
উৎসব কর বাজাও বাদ্য
গভীর মধুর স্বরে,
বাজাও শঙ্খ দাও উলু দাও
বৌ আসিতেছে ঘরে।

প্রথম চুম্বন

১

সব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে
আবৃত, নিভৃত, অশোককুঞ্জভবনে ;-

শ্যামলমোহন ; মুখর কোকিলসঙ্গীতে ;
মৃদু কম্পিত নব-বসন্ত-পবনে ;

২

বেষ্টি আম্রপাদপে মাধবী বল্লরী ;
নম্র মালতীলতিকা বকুলে জড়ায়ে ;
আকাশে উঠিয়া কুসুমগন্ধ উচ্ছ্বসি ;
মূর্ছিত হয়ে কাননে পড়িছে গড়ায়ে ;

৩

নীরব মেদিনী ; দূরবিসর্পী প্রান্তরে,
ক্ষীণ রেখাসম নিলীন তটিনী, অদূরে ;
শ্যামল ক্ষেত্র, সুপ্ত শুভ্র কৌমুদী ;—
শ্যামলে মিশেছে শুভ্র—মধুর-মধুরে ;

৪

গগন মধুর ; মধুর ধরণী সুন্দরী ;
মধুর পবন বহিছে শনৈঃ শনৈঃ ;
তার মাঝখানে সুমধুরতম দৃশ্যটি—
সেই নির্জনে যুগল প্রথম প্রণয়ী।

৫

মানবের এই প্রথম প্রণয়সঙ্গমে,
কিভাবে আবেগে উঠে প্রাণ তার আকুলি!
যেমন প্রথম মলয়, শিশির অন্তিমে ;
যেমন গভীর নিশীথে মুরলিকাকলি ;—

৬

নবীন নীহারসম ; বিকশিত মল্লিকা-
সম সুরভি ; সুগভীর যেমতি সিন্ধু ;
গগনের মতো গাঢ় ; উষাসম উজ্জ্বল ;
সুখনিমগ্ন যেমতি পূর্ণ ইন্দু।

৭

মানবের এই প্রথম পেলব যৌবনে—
যখন কেবল আশাময়ী এই ধরণী ;
যখন গোলাপবর্ণে জীবন রঞ্জিত ;
পাল তুলে দিয়ে চলে যায় শুধু তরণী ;

৮

যখন সকলি কেবল মাধুরীমণ্ডিত—
আকাশে, ভুবনে, সাগরে. তারায়, তপনে ;
তখন সহসা কিশোরহৃদয়মঞ্জরি
মুকুলিত হয় প্রথম-প্রণয়-স্বপনে।

৯

এমন স্থান সে—নীরব-নিভৃত-নির্জনে,
এমন শুভ্র নিশীথে, লগ্ন শুভ এ—
যুগল প্রণয়ী ;—করে করতল অর্পিত,
নয়নে নয়ন ; নীরব-বিভোর উভয়ে।

১০

প্রকাশ করিবে তাহারা কি ভাষা উচ্চারি,
অসীম সে কথা, নিহিতহৃদয়বাহিনী ?
মানব রচেনি এমন ভাষা কি সঙ্গীতে,
প্রকাশ করে যা প্রথম প্রণয়কাহিনী।

১১

প্রকাশ করিল সে-কথা একটি শব্দেতে—
(প্রকাশ করিতে পারে তা একটি শব্দে)—
স্ফুরিত হইল সে-কথা একটি চুম্বনে ;—
উঠিল চমকি কুঞ্জ বিনিস্তব্ধ।

১২

কাঁপিল কানন ; কাঁপিল তটিনী সুন্দরী :
তড়িৎপ্রবাহে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া ;
হাসিল চন্দ্র ; চাহিল পুষ্প ইঙ্গিতে ;
শাখার উপর গাহিয়া উঠিল পাপিয়া।

১৩

প্রণয়িযুগল বেষ্টিত ভুজবন্ধনে,
মিলিত অধর অধরে, বক্ষ বক্ষে ;
বিদ্যুৎস্রোত বহিল তাদের অঙ্গেতে ;
লুপ্ত হইল বিশ্ব তাদের চক্ষে।

১৪

প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে, সর্ব কোলাহল যায় থামিয়া ;

মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।

১৫

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ এ।

১৬

মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
একবার আসে সে-সুখ জীবনে-মরণে ;
একবার দেখি মানবহৃদয়মন্দিরে,
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত চরণে !

ভালোবাসা

পর্বতের পাদমূলে দাঁড়ায়ে নির্জনে,
দেখিতেছিলাম, চাহি নিস্পন্দ নয়নে,
বিস্ময়নির্বাক, তার অভ্রভেদী শির ;
শুনিতেছিলাম তার নীরব-গম্ভীর
অকথিত মহামন্দ্র।—সহসা, পশ্চাৎ,
নামিল কোমল কর স্কন্ধে অকস্মাৎ।
ফিরিয়া চকিতে আমি করিনু জিজ্ঞাসা—
"কে তুমি কে তুমি দেবি!"
"আমি ভালোবাসা!—
মর্ত্যে জন্ম বটে মম, তাহার শিখরে
আমার ভবন। চাহি মহা আশাভরে
উঠিতে গগনে ; কিন্তু ধরাতলপানে,
এক মহা অনুকম্পা মোরে টেনে আনে।
ওই যে দেখিছ উচ্চ গিরিচূড়া, তার
উপরে আমার গৃহ। নহে সে সংসার,
তথাপি নহে সে স্বর্গ। চাহ যদি তাই,
আইস মানব, আমি সঙ্গে নিয়ে যাই।"

১

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে,
নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে প্রেমফাঁদে,
তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানিনা তো প্রেম কি সে,
চাহি না সে মধুবিষে;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই,
নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়,
উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।
[কল্কি অবতার (১৮৯৫)/প্রহসন]

২

হেসে নেও—এ দু'দিন বৈতো নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়;
এলে মলয় পবন কদিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরে না আর;
পিয়ে নেও যত মধু তার।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।

আছে তো জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু-দণ্ডেরই সুখ ;
হারায়ো না হেলায় সেটুকু,—
ভালোবাস ভুলে ভাবনা ভয়।
[বিরহ (১৮৯৭)/প্রহসন]

৩

সে কেন দেখা দিল রে
না দেখা ছিল যে ভালো,
বিজলির মতো এসে সে
কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখিতে না দেখিতে সে
কোথা যে গেল রে ভেসে ;
যেন কোন্ মোহন বাঁশি রে
সুমধুর জ্যোছনা-নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে
জ্যোছনা গেল রে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে
আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত-আলোরই সনে
মিশাল যেন সে আলো।
[বিরহ (১৮৯৭)/প্রহসন]

৪

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই
আলোর মতন, হাসির মতন,
কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন,
ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী ;
আমরা শরৎ ইন্দ্রধনুর বরণে,
জ্যোৎস্নার মতো অলস চরণে,

চপলার মতো চকিত চমকে
চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, শান্তি, সুপ্তিভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিইনা ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
গানে, সুগন্ধে-কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে
স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।
[পাষাণী (১৯০০)/নাটক]

৫

বেলা বয়ে যায়—
ছোট মোদের পান্‌সী-তরী,
সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যূথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমি পাইল উড়্‌ছে মধুর-মধুর বাতাসে ,
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে
দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর ;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর ;
বাঁশির ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে
ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে —
পূর্বে ঐ বুনছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;
কর্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু-মধুর বায়।

[পাষাণী (১৯০০)/নাটক]

৬

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝিছি সুখ
কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি
ভালো থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান
চোখের দেখা,

দু-দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধুলা
ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি
হাসতে হবে ;
চোখে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে যান
বিরাগভরে ;
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে
মুছায় আঁখি।

[রাণাপ্রতাপ সিংহ (১৯০৫)/নাটক]

৭

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর!
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ,
হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
(কোরাস)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্ত নিশান উড়ে না আর,
ও হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

গাহেনাকো আর কুঞ্জে তো হার
পিকবর আজ হরষগান ;
ফোটেনাকো ফুল, আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধু পান ;
আর নাহি বয় শিহরি মলয় ;
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;
মেবার নদীর ম্লান দুটি তীর
করেনাকো আর সে কলনাদ।
(কোরাস)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার

রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

মেবারের বন বিষাদ-মগন ;
আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;
পুরবাসী সব মলিন নীরব ;
বিষাদ-মগন সকল ধাম ;
নাহি করে আর খর তরবার,
আস্ফালন সে মেবার-বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি,
ত্রস্ত মেবার-সুন্দরীর।
(কোরাস)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

এ ঘন আঁধাব। কিবা আছে তার!
সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ-কবির বিনা সে সভীর
অতীত মেবার-মহিমা-গান!
গেছে যদি সব সুখ কলরব,
অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা-সুখে
শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্ত নিশান উড়ে না আর
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা –
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

[মেবার পতন (১৯০৮)/নাটক]

৮

আয় রে আয় ভিখারির বেশে
এসেছি আজ তোদের কাছে,

হৃদয়ভরা প্রেম লয়ে আজ
এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব,
আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি,
কেবল তোদের ভালোবাসা!
নাহিকো আর বিরস হৃদয়,
নাহিকো আর অশ্রুরাশি ;
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম,
হৃদয়ে জড়ায় হাসি ;
ভাঙা ঘরে শূন্য ভিতে
শুন্‌বি না আর দীর্ঘশ্বাসে।
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন
প্রাণ ভরে যে ভালোবাসে?
আজ যেন রে প্রাণের ভিতর
কাহারে বেসেছি ভালো ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস,
ফুটেছে আজ মধুর আলো।

[মেবার পতন (১৯০৮)/নাটক]

৯

জাগো জাগো পুরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি!
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্যবংশ ,
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব
দীপ্ত করিয়া মেবার-গর্ব,
এসেছে মেবার-ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক,
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি।

আরো, যারা পড়ে আছে সমরক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাও গো—দুইটি
বিন্দু আশ্রুবারি।

[মেবার পতন (১৯০৮)/নাটক]

১০

নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দবশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভবিত,
দশ দিক্ কলরব-মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নব বিকশিত
পুষ্পিত বন পলকে,
হাস—উজল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে,
কত—স্নিগ্ধ অমিয়ভাব,
ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণভাতি বরণে ;
অঙ্গে ঘিরি মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে ,
কুসুমহাবজড়িত পাণি,
অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্ত সরসে।

[মেবাব পতন (১৯০৮)/নাটক]

১১

আজি, এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান !
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান ॥
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ-ভালোবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।

ওই ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভালো ;
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবায়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে আসিয়াছি
তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক ;
প্রাণে শুধু মিশে থাক—প্রাণ।

[সাজাহান (১৯০৯)/নাটক]

১২

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমনধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে—
এমন দেশটি ইত্যাদি—

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে-কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে-পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !
ভায়ের-মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
—ওমা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি ইত্যাদি—
[সাজাহান (১৯০৯)/নাটক]

১৩

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমাব হৃদয়ে আনি,
রাখি না কেন যত কাছে ;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালোবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটেনাকো আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি ভালোবাসা,
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

[সাজাহান (১৯০৯)/নাটক]

১৪

আমি, সারা সকালটি বসে বসে,
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু
করি নাই কিছু বঁধু আর ;
শুধু, বকুলের তলে বসিয়া বিরলে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে
সুললিত স্বরে পাপিয়া
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে,
প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া ;
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি,
কুসুমকুঞ্জভবনে ;
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।

বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু
    বকুল কুসুম কুড়ায়ে ;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ-গীতি,
    কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু,
    তব মধুময় হাসি গো ;
ধর গলে ফুলহার, মালাটি তোমার
    তোমারই কারণে গেঁথেছি।

[সাজাহান (১৯০৯)/নাটক]

১৫

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়
        ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
        বলে "আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
        হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে ৷৷
        কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে
        ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে,
দেখ ওই সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে!
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমাব পাশে ৷৷
        কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ ;
        ওরে ওরে মূঢ়, ওবে অন্ধ!
ওরে, সেই পরমানন্দ, যে আমারে ভালোবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পবের কাছে, পড়ে আছিস পরবাসে ৷৷

[চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১/নাটক]

১৬

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—
        আমরা তোমায় ভালোবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোযারা
        তাই তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি,

আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু,
আমরা কেমন ভালোবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে,
দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে,
আমরা দেখব তোমার মধুর হাসি
তুমি কভু দয়া করে
বাজিও তোমার মোহন বাঁশি ;
শুনতে তোমার বাঁশির ধ্বনি,
বঁধু! আমরা বড় ভালোবাসি।
তুমি মোদের হয়ো প্রভু,
আমরা তোমার হব দাসী ;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধূ,
আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাস নাহি বাস,
নই তার অভিলাসী—
আমরা শুধু ভালোবাসি—
ভালোবাসি—ভালোবাসি।

[চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) নাটক]

১৭

এবার তোরে চিনেছি মা,
আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার)
পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ি।
ফেলেছিলি গোলোক-ধাঁধায়—
মা হয়ে কি এমন কাঁদায়!—
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর)
কেঁদে উঠল মায়ের নাড়ি।
হাতে ধরে নিলি মোরে (আমি)
ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন)
নিলি আমায় কোলে তুলে ;

ভবার্ণবে দিশেহারা—
পাচ্ছিলাম না কূল-কিনারা।
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
(অমনি) তারা বলে দিলাম পাড়ি।

[পরপারে (১৯১২) নাটক]

১৮

ওরে আমার সাধের বীণা,
ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝরে,
আকুল করে আমার প্রাণ!
(ও তোর) শত তানে একই কথা,
শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা,
হতাশার অপমান।
(কোরাস)—
পারো যদি জাগো বীণা
ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—
নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে,
গাইতে যাই রে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—
আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠবো নেচে,
মরা মানুষ উঠবে বেঁচে,
(আমি) পাই না সুধা-সাগর ছেঁচে—
ভাগে শুধুই বিষপান!

(কোরাস)—
পারো যদি জাগো বীণা,
ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—
নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে,
বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে,
আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়,—
যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এমনি) গাইতে পারি দয়াময়—
কর এই ববদান।

(কোরাস)—
পারো যদি জাগো বীণা,
ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—
নূতন প্রাণে কম্পমান।

[সিংহল বিজয় (১৯১৫) নাটক]

১৯

সেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায়
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি!
জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

(কোরাস)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!"
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা
চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত।
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে
অমল-কমল-আননে দীপ্ত ;

উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য
করিছে—তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল
জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

(কোরাস)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি।
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট,
সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—
পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত
তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

(কোরাস)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে
শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে
চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র,
করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন
কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।

(কোরাস)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার
        চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
        জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,
        কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
        চরণ তোমার বিতর মুক্তি ;

জননি! তোমার সন্তান তরে
        কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি!
        জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

(কোরাস)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার
        চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি!
        জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

[সিংহল বিজয় (১৯১৫)/ নাটক]

২০

আজি গো তোমার চরণে, জননি!
        আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত
        শতেক ভক্ত দীনের গান!

(কোরাস)

জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে
        চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
        অমল-কমল-চরণে স্থান!

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহিনাকো কিছু, তুমি মা আমার,—
এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ!

(কোরাস)—
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল-কমল-চরণে স্থান।
[গান]

২১

বঙ্গ আমার! জননি আমার!
ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার
ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—

(কোরাস)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ"।

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,

আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ
ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল
গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কি না মা গো তাঁদের জননী!
তুই কি না মা গো তাঁদের দেশ?

(কোরাস)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত-কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ"!

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত
ভ্রমিল ভারতসাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধুলায় আসন,
তার কি না এই ছিন্ন বেশ!

(কোরাস)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ"!

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে
নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি
চণ্ডীদাসও গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য
তুই তো না সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায়
থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

(কোরাস)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
        কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
        ডাকে যখন "আমার দেশ"।

যদিও মা তোব দিব-আলোকে
        ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা
        ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য!
        মানুষ আমরা নহি তো মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার!
        স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

(কোরাস)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য
        কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
        ডাকে যখন "আমার দেশ"!
[গান]

২২

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে সাথী।
নিজ মনে কাঁদি-হাসি, আপনারে ভালোবাসি,
সোহাগ, আদব, মান, অভিমান, দিবারাতি।
[গান]

২৩

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—
গর্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী!—
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর!—
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ মা চাহি
এই তো এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর।
লঙ্ঘিঘব বনানী পর্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি তো আজি।
কোথায় জননী? গভীর রজনী,
গর্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
এ কি!—কুটীর যে মুক্ত দ্বার!
নির্বাণ দীপ!—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী! কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা—শূন্য সে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্তনিনাদে,
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে বজ্র-নিপাতে
মূর্ছিয়া পড়িল সে অবনীপর।
[গান]

২৪

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর
আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে,
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই,
এমন রাত আর পাব না লো।
পাপিয়ার ওই আকুল তানে
আকাশ ভুবন গেল ভেসে ;

থামা এখন বীণার ধ্বনি,
চুপ করে শোন্‌ বাইরে এসে ;
বুক এগিয়ে আসে মরণ,
মায়ের মতো ভালোবেসে—
এখন যদি মর্তে না পাই,
তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধুলা-খেলা—
সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা ;
এয়েছি করে হিসেব-নিকেশ
যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—
ও মা কোলে তুলে নে মা ; —
যেখানে ওই অসীম সাদায়—
মিশেছে ওই অসীম কালো।
[গান]

২৫

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি,
ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব
চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা
তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—
কত শত যুগ-যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর
শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্তনপুলকিতমাধব
বিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটি
জটিজটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার
জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে-

নামি ধরায় হিমাচলমূলে—
        মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা,
        শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব,
        বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
        বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি!
        কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

[গান]

২৭

তোমারেই ভালোবেসেছি আমি
                তোমারেই ভালোবাসিব
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
                তোমারই সুখে হাসিব।
তব সোজ্জ্বল-বিকশিত শতদল—
বিতরিব তোমারই গৌরব পরিমল ;
সজলজলদজাল-ম্লান-গগন-তলে
                তোমারই নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে—করিব তব চিত্তবিনোদন
                তোমারই মিলন-গীতি গাহিয়া
বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুঃখে
                রহিব তোমারি পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারই কাছে
                জনমে জনমে ফিরে আসিব।

[গান]

২৭

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ,
পবনমন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ
পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত
কুসুম রাশি-রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন
কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ
নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি শব্দ বিনিস্তব্ধ
স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি
বিলাপ-কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত
নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধ তারা!
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি বিশ্ব
চন্দ্রকিরণ-ধারা—
একি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন,
অলসবিভল শর্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন
সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর।

[গান]

২৮

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে
ননীর ছবি,
আয় রে নিশার সোনার চাঁদ আয় রে
উষার রবি ;
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস
বনের পাখি,-

যাসনে ওরে, আয় রে তোরে
বুকে করে রাখি।
উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস রে চলে,
পাষাণ-ভাঙা নির্ঝরিণী—
ভাঙা ভাঙা বোলে,
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ—
চুলগুলি তোর দোলে :
—যাস রে কোথা—আয় রে জাদু,
ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিসনাকো কাছে,
ভাবিস কি রে অশ্রুনীরে,
ভিজে যাস রে পাছে?
না জাদু তোর হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে।
তবে যদি তোর সুখে সুখি
আমার অশ্রু ঝরে,
—আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি রে
হাসতে হৃদয় ভরে—
চোখের নিচে হাসিস শিশু
জড়িয়ে আমার গালে,
রচিস তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।
ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধেবেলা আসিস আমার বুকে ;
এমনি করে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোনা আমার মানিক আমার
জাদু আমার ঘুমো।

[গান]

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। পিতা : দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়।

শিক্ষা : বাল্যশিক্ষা কৃষ্ণনগর স্কুলে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স (১৮৭৮) ; কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. (১৮৮০) ; হুগলি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ. (১৮৮৩) ; প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. (১৮৮৪)। এর পরেই ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং এম.আর.এস.এ.ই. এবং এম আর.এ.সি. ডিপ্লোমা পান।

বিবাহ : হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বড়ো মেয়ে সুরবালার সঙ্গে ১৮৮৭ সালের এপ্রিলে বিবাহ। ১৯০৩ সালের ২৯ নভেম্বর তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ। একমাত্র পুত্রসন্তান : দিলীপকুমার রায়। কন্যা : মায়া।

কর্মজীবন : মধ্যপ্রদেশে সেটেলমেন্ট-এর কাজ (১৮৮৬); মজঃফরপুরে দপ্তর-রক্ষাপ্রণালীর কাজ (১৮৮৭); মুঙ্গের ও ভাগলপুরে জরিপের কাজ (১৮৮৮); ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ (১৮৮৮); আবগারি বিভাগে এবং অন্যান্য পদে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি নিযুক্ত থাকেন।

গ্রন্থ : ১. আর্যগাথা (কবিতা ও গান) : ১ম ভাগ : ১৮৮২ ; ২য় ভাগ : ১৮৯৩; ২. The Lyrics of Land : ১৮৮৬; ৩. একঘরে (নক্‌শা) : ১৮৮৯; ৪. সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার (সামাজিক প্রহসন) : ১৮৯৫; ৫. বিরহ (নাটিকা) : ১৮৯৭; ৬. আষাঢ়ে বা গুটিকতক রহস্যগল্প (ব্যঙ্গকাব্য) : ১৮৯৯ ; ৭. হাসির গান : ১৯০০; ৮. পাষাণী (গীতিনাটিকা) : ১৯০০; ৯. ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার (প্রহসন) : ১৯০০; ১০. প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) : ১৯০২; ১১. মন্দ্র (কাব্য) : ১৯০২; ১২. তারাবাঈ (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯০৩; ১৩. প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯০৫; ১৪. The Crops of Bengal : ১৯০৬; ১৫. দুর্গাদাস (ঐতিহাসিক নাটক): ১৯০৬; ১৬. আলেখ্য (কাব্য) : ১৯০৭; ১৭. Lessons in English Part-I ১৯০৭ ; Part-II ১৯০৮ ; Part-III ১৯০৯ ; ১৮. নূরজাহান (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯০৮; ১৯. সোরাব-রুস্তম (নাট্যরঙ্গ) : ১৯০৮ ;

২০. সীতা (নাট্যকাব্য) : ১৯০৮; ২১. মেবারপতন (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯০৮; ২২. সাজাহান (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯০৯; ২৩. চন্দ্রগুপ্ত (নাটক): ১৯১১; ২৪. পুনর্জন্ম (প্রহসন) : ১৯১১; ২৫. পরপারে (সামাজিক নাটক) : ১৯১২; ২৬. ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য) : ১৯১২; ২৭. আনন্দ-বিদায় (প্যারডি) : ১৯১২।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ২৮. ভীষ্ম (নাটক) : ১৯১৪; ২৯. কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) : ১৯১৫ (১৩১৭-১৮ সালে 'সাহিত্য'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত); ৩০. গান (প্রায় ২৩০ গানের সংকলন) : ১৯১৫; ৩১. সিংহল-বিজয় (ঐতিহাসিক নাটক) : ১৯১৫; ৩২. বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক) : ১৯১৬; (এর অংশবিশেষ) 'পরপারে' ১৯১২।

রচনা-সংকলন : ক. দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) : ১৯৪৬; খ. দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ) ২ খণ্ড: ১৯৬৪; গ. দ্বিজেন্দ্র-রচনাসম্ভার (মিত্র ও ঘোষ) : ১৯৭৪; ঘ. দ্বিজেন্দ্র-গীতি : ১৯৭৫; ঙ. দ্বিজেন্দ্র-রচনাসংগ্রহ (সাক্ষরতা) : ২ খণ্ড ১৯৭৫; চ. দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী (হরফ) : ২খণ্ড ১৯৭৬; ছ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান (কালিদাস রায়-সম্পাদিত ১৯৭৬)।

মৃত্যু : ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ ১৭ মে, (১৩২০ বঙ্গাব্দ ৩ জ্যৈষ্ঠ) সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু।